Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের বাণী

PRESENTED

LIBRARY 3/154
No.
Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বাণী

বা

পরমহংস পরিব্রাজক

আচার্য্য

স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের

উপদেশ

3/154

PRESENTED

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি

কর্ত্তৃক সংগৃহীত

[প্রথম সংস্করণ] সন ১৩৫৩ সাল [মূল্য ॥০ মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ঃ প্রকাশক ঃ—
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি,
শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম,
হরিদ্বার।

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী,
২০৪ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

—ঃ মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীকৃষ্ণদাস দে,
সেবক প্রেস, সিরাজগঞ্জ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
3/154 Bhadaini, Varanasi-I
No.......
Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

20-6-77				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

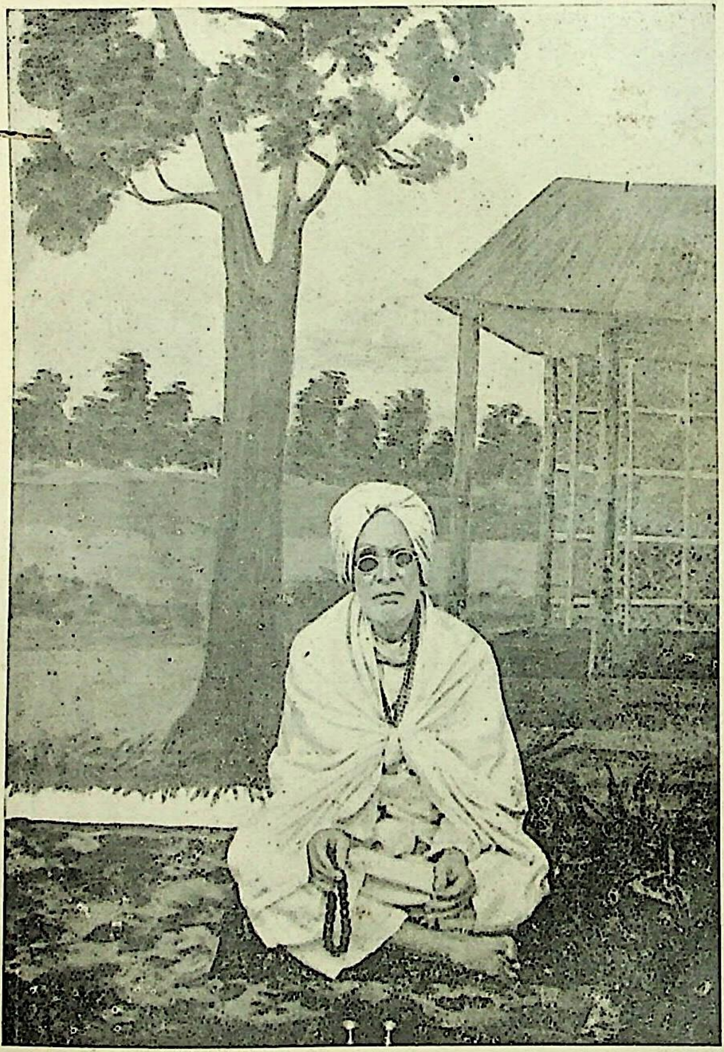

বরিশাল আশ্রম প্রাঙ্গণে
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
B...

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত। যে সব মহাপুরুষেরা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করিবার জন্য আজীবন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশ্রীস্বামী ভোলানন্দ গিরি সেই শ্রেণীভুক্ত একজন মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষ তাঁহার তপস্যাপূত, ত্যাগ-বৈরাগ্যময় জীবনদ্বারা বঙ্গবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণকে যে সারগর্ভ, অমৃতময় উপদেশসমূহ অতি সরল ভাষায় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদান করেন সেই উপদেশসমূহ শিবম্ পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার সেই অমৃতময় সারগর্ভ উপদেশসমূহ একত্রিত করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া ধর্মপ্রাণ বঙ্গবাসী তৃপ্তিলাভ করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

আশ্বিন,
সন ১৩৫৩ সাল। } স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫	৩	স্বর নয়	স্বর
১৫	৫	বিদ্যান	বিদ্বান
১৫	১০	একটানা	একটা না
১৫	১১	বলে	বলি
১৭	১২	দেয়	দেন
২০	২২	একটা	একটু
২৬	১৭	ইহা	ইঁহা
২৮	১২	তাহার	তাঁহার
২৯	১৭	রুচিনাম্	রুচীনাম্
৩৮	৬	শ্রাস্ত্রবাক্যের	শাস্ত্রবাক্যের
৩৮	১১	নিদিধ্যাশনের	নিদিধ্যাসনের
৪০	৭	নাস্ত্যত্তমশমো	নাস্ত্যত্তমসমো
৪০	৭	নাবশীদতি	নাবসীদতি
৪৩	২	প্রসাদ	প্রমাদ
৪৬	২	মনং	মনঃ
৫২	১০	ব্যক্তির	ব্যক্তি
৫২	১৩	আমাকে	পরমাত্মাকে
৫৪	১২	করিতেছে	করিতেছেন
৫৭	২০	চেষ্টারও	চেষ্টায়ও
৬৫	২০	ভোক্তৃত্বে	ভোক্তৃত্বের
৬৭	৩	না থাক্‌লেও	থাক্‌লেও
৬৮	৮	জোড়	জোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

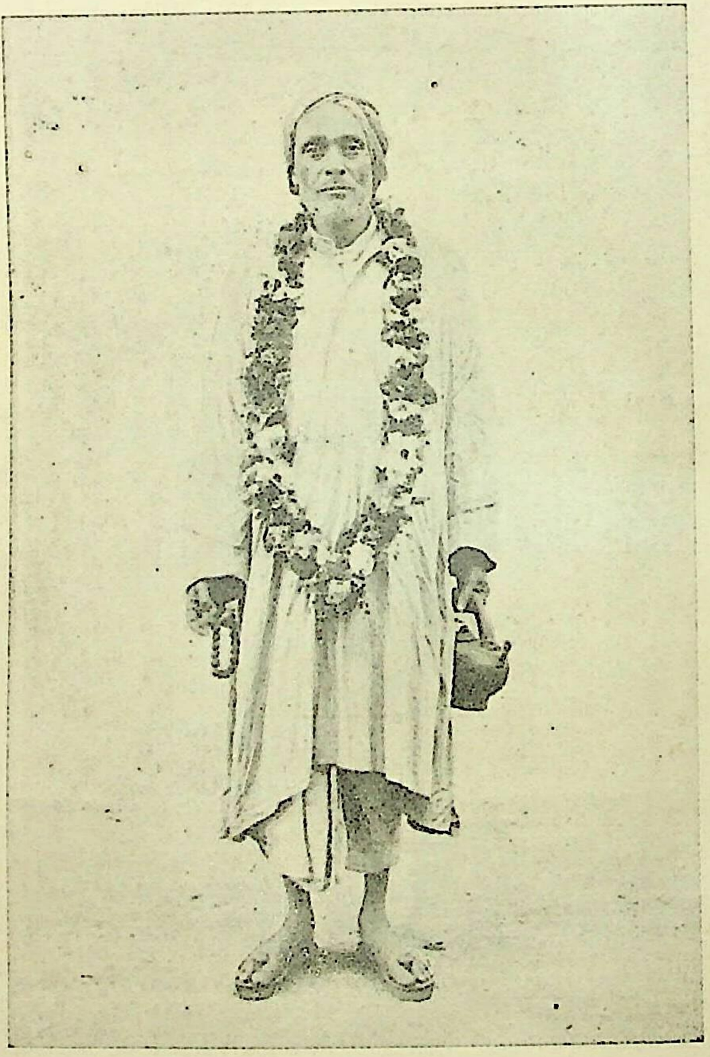

শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের বাণী

পুত্র, চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। মনুষ্যজন্ম মোক্ষ বা স্বাতন্ত্র্যের দ্বার স্বরূপ। জন্মিবা মাত্রই মোক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় না। স্বীয় স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকারলাভই মোক্ষ; ইহাই স্বারাজ্য, ইহাই স্বাতন্ত্র্য, ইহাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌছিতে হ'লে গুরুর একান্ত প্রয়োজন। ক, খ পড়িবার জন্য যেমন গুরুর প্রয়োজন, এম্, এ, বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে যেমন গুরুর আবশ্যক, সেইরূপ সংসারসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইলে, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে হইলে গুরুর শরণাপন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। গুরু দীক্ষা দ্বারা শিষ্যের দিব্যদৃষ্টি, সম্যক্‌দর্শন উন্মুক্ত করিয়া দেন, উপদেশ দ্বারা আত্মসম্বন্ধীয় অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা বিদূরিত করিয়া, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণপ্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দেন এবং শিষ্যকে তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকাররূপ মোক্ষধামের অধিকারী করিয়া তোলেন। সেইজন্য পুত্র, কায়মনোবাক্যে গুরুর শরণাপন্ন হও, অহঙ্কার অভিমানে মত্ত হইয়া লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুর উপদেশ অনুসারে স্বীয় জীবন গঠন করাই গুরুর উৎকৃষ্ট সেবা বলিয়া জানিও। গুরুদত্ত মন্ত্রের মনন এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য সচ্চিৎসুখাত্মক বস্তুতে অভেদে স্থিতি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রযত্নই হ'চ্চে মন্ত্রের অভ্যাস। এই অভ্যাস যখন একতানতা ও নিবিড়তা প্রাপ্ত হইবে তখনই হইবে মন্ত্রের প্রকৃত জপ।

নাম রূপের মধ্যেই তুমি বাস করছ, অবিদ্যার সাহায্য পদে পদেই দরকার হয়। তোমার মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণ, স্থূল দেহ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সবই অবিদ্যার রূপান্তর মাত্র। এই অবিদ্যাকে এরূপ ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করবে যাতে এই অবিদ্যা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে না পারে, যাতে তুমি এই অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পার।

'বেটা, তোম্ আঙ্গোছা বন্ যাও'—

শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ এক দিবস নিজের কর্দ্দমাক্ত পদ ধৌত করিয়া গামছা দিয়া মুছিতে মুছিতে সেবককে বলিতে লাগিলেন—"বেটা, তোম্ আঙ্গোছা বন যাও"। সেবক ঠিক বুঝিতে পারিল না তিনি কি বলিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিল "ইহার অর্থ কি ?" তিনি উত্তর করিলেন—দেখ, গামছা কেমন সাধু, তুমি ময়লা পা ধুইয়া ভাবিতেছ কি করিয়া শুখাইয়া লইবে, অমনি গামছা বলিয়া উঠিল আমি আছি তোমার ভাবনা কি ? আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি স্নান করিয়া পবিত্র হইতে যাইতেছ, গামছা কহিতেছে, আমি তোমায় সাহায্য করিব। তুমি রৌদ্রে যাইতেছ, গামছা বলিতেছে— আমায় ভিজাইয়া তোমার মাথায় রাখ আমি তোমার তাপকষ্ট দূর করিব। তোমার নাকে সর্দ্দির কফ পড়িতেছে গামছা তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিতে প্রস্তুত। এমন সাধু হইতে পারিবি? সেবক নির্ব্বাক।

সদ্‌গুরু মহারাজের উপদিষ্ট পথে কায়মনোবাক্যে চলাই প্রকৃত পুরুষকার। শ্রীশ্রীগুরুচরণে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাত করিলে দেহ-রূপিনী ধরা তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত করা হয়। ইহাতে সমস্ত পৃথিবী-দানের পুণ্য লাভ হয়। গুরুবাক্য সদা সত্য জানিয়া তাহা প্রতিপালনার্থ তন্ মন্ ধন্ বিনিয়োগ করিবে।

মুমুক্ষু মিলেত' সদ্‌গুরু মিলেনা, আবার সদ্‌গুরু মিলেত' মুমুক্ষু মিলেনা। যেখানে উপযুক্ত শিষ্য ও সদ্‌গুরুর মিলন হয় সেইখানে অধ্যাত্মবিদ্যার বিকাশ হয়।

নাম বিভিন্ন, কিন্তু জিনিষ একই; কেহ বলে আল্লা কেহ যিশু, কেহ রাম কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ আরও কত কি। যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে সকলই শিব এই প্রকার ধারণা করিতে চেষ্টা করিবে।

কেউ নিন্দা করলে যখন তার উপর ক্রোধ হবে তখন এইরূপ বিচার করিস্। ক্রোধ কার উপর করছি? দেহের উপর? দেহ ত' জড়। তবে কি আত্মার উপর? আত্মা ত' সকলেরই এক। তবে আর ক্রোধের স্থান কোথায়?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে জিনিষ সত্য, অজ্ঞানী তা ধরতে পারে না, যে জিনিষ মিথ্যা তাই নিয়েই সে ব্যস্ত, তাই নিয়েই তার ভয়। জুজু নামে ত কোন সত্য বস্তু নাই—কিন্তু জুজুর নামে শিশুর কত ভয় হয় দেখ্‌ছিস্‌; সেইরূপ জন্ম, মৃত্যু, ধনী নির্ধন প্রভৃতি সমস্তই কল্পিত, সমস্তই মিথ্যা।

ধর্ম্মের চেয়ে প্রিয়তম বন্ধু আর কেউ নাই। শুধু ফোঁটা কাট্‌লে, স্নান কর্‌লে, পুঁথি পাঠ করলেই ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, দান, বিনয়, সত্য কথন, অন্তঃশৌচ, বহিঃশৌচ বিবেকজ-বৈরাগ্য এই সকলের প্রকৃত অনুশীলনই মানুষকে ধার্ম্মিক করে।

কাশীতেই যাও আর কাঞ্চীতেই যাও, গঙ্গাতেই স্নান কর, কিম্বা গোদাবরীতেই স্নান কর, যতক্ষণ না অন্তরের ময়লা ধুয়ে যায় ততক্ষণ তীর্থস্নানের কোন ফল হয় না। বিশুদ্ধ চিত্তই প্রকৃত তীর্থ। আর সেই তীর্থে যাবার রাস্তা হচ্চে—সত্য কথন, ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয় দমন, সর্ব্বজীবে দয়া, বিবেক ও বৈরাগ্য।

দানেই গৌরব; অর্থ সঞ্চয়ে গৌরব নাই। জলদের স্থান উর্দ্ধে—আকাশে, আর সমুদ্রের স্থান আকাশের নীচে। দানের মধ্যে অন্নদান ও বিদ্যাদানই শ্রেষ্ঠ। অহঙ্কার করে, দান করতে নাই; যশের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্যও দান কর্‌তে নেই। কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা সবই শিবজীর রূপ, সবই নারায়ণ, তাঁরই সেবা কচ্ছি, এইরূপ সেবাবুদ্ধিতে দান ক'রতে হয়।

সকলেই কি আর মানুষ হতে পারে ? যারা দেখবি সত্যবাদী, দানশীল, প্রিয়ভাষী, সাধু ও বিদ্বানদিগের অনুরক্ত তারাই জানবি মানুষ। যারা লোভহীন, দয়ালু, বিনয়ী, সদা প্রসন্ন, তাদের মধ্যেই বুঝবি মনুষ্যত্ব আছে।

যাদের আশা কিছুতেই মেটে না, সর্ব্বদাই যারা অসন্তুষ্ট ; যারা অলস, স্বপ্নশীল, মূঢ় ; যারা বন্ধু কিংবা যার তার সহিত কলহ করে, রোগগ্রস্ত, মুর্খ লোকের সঙ্গপ্রিয়, কটুভাষী এবং অতীব ক্রোধী তারা মানুষ নয়, তারা পশু, তারা নরকের কীট।

অনেকেইত গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু খুব কম লোকেই গুরুর কথামত কাজ করে। দীক্ষা নেওয়ার পূর্ব্বে সকলেইত' বলে থাকে 'মাছ, মাংস, ডিম খাবে না, পরদার গমন করবে না, মিথ্যাকে বিষবৎ পরিহার করিবে। কাহাকেও গালি দেওয়া বা কাহারো নিন্দা করা কিম্বা শপথ করা এসব কিছুই করবে না। মাদকদ্রব্য সেবন, জুয়াখেলা, ঈর্ষাদ্বেষ ত্যাগ করবে। আয়ের দশমাংশ দান করবে। সাধুসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ, এবং প্রতি ঊষা ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা-কাল আত্ম-চিন্তা, নামজপ ও ধ্যান ক'রবে। পিতা মাতাকে সাষ্টাঙ্গ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণিপাত প্রণাম করবে, সকলেইভ' বলে করবো"। কিন্তু করে কয় জন ?

আজকাল সকলেই ব্রহ্ম হ'য়ে গিয়েছে, তাই কর্ম্ম ছেড়ে দিয়েছে। সকলেই বলে—"আমি ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি" সুতরাং সন্ধ্যাদি কার্য্যের কি প্রয়োজন ? মুখে বলে আমি ব্রহ্ম এ দিকে ভিতরে বিষয় বাসনা ভরা রয়েছে। দেহাত্মবুদ্ধি ছুটেই না। যদি কেহ একটু কঠোর বাক্য বলে, তৎক্ষণাৎ ক্রোধকম্পিত কলেবরে তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়, বলে—"বেটা তুই জানিস্ না আমি কে, দাঁড়া তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি ইত্যাদি"। তখন সকল জ্ঞান চুলোয় যায়, সাড়ে তিন হাত দেহটাই আমি ভেবে অন্যের সঙ্গে কলহ করিতে প্রস্তুত হয়। কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড এই সবই যদি মিথ্যা হ'ত, এদের যদি কোন প্রয়োজন না থাকত, তবে যে মুনি ঋষিগণ এই সব লিখে গিয়েছেন তাঁরা কি পাগল ছিলেন, না অজ্ঞ ছিলেন ? এদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে বলেই বেদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে এ সকল লেখা হ'য়েছে। কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হ'লে তারপর জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হয় এর পূর্ব্বে নয়। মাতা তিন ছেলের মধ্যে কাহাকেও সাগু খেতে দিচ্ছেন, কাহাকে খিচুরী এবং কাহাকেও বা মিঠাই মিষ্টান্ন ; মাতার ইচ্ছা সকলেই মিঠাই মিষ্টান্ন খায়। কিন্তু প্রথমটীর পীড়া হ'য়েছে, মিষ্টান্ন খিচুরী দিলে অপকার হবে এই জন্য তাকে সাগু দেওয়া হচ্ছে ;— উদ্দেশ্য রোগের উপশম হ'লে তাকেও প্রথমতঃ খিচুরী তারপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল প্রকার দুর্ব্বলতা সেরে গেলে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টী রোগ হতে আরোগ্য লাভ ক'রেছে বটে কিন্তু দুর্ব্বলতা এখন পর্য্যন্ত আছে, তাই তাকে মিঠাই মিষ্টান্ন দিলে পুনরায় পীড়া হ'তে পারে এই ভয়ে খিচুরী দেওয়া হচ্ছে—উদ্দেশ্য শরীর ভাল হলে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হবে। তৃতীয়টীর শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ তাই তাকে মিঠাই মিষ্টান্ন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার জ্ঞানই সকলের লক্ষ্য কিন্তু অধিকারী ভেদে কর্ম্ম ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে তখনই জ্ঞানের অধিকারী হয়; যেমন রোগী সাগু ও খিচুরী খেয়ে শরীর নীরোগ হলে তখনই মিঠাই মিষ্টান্ন খাবার অধিকারী হয়।

একদিন কবীর সাহেব তাঁতে কাপড় বুনিতেছেন, এমন সময় তাঁহার কন্যা ৩।৪টী পুত্র কন্যা লইয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, তাহার পতি-গৃহে অন্নাভাব ঘটিয়াছে তাই তিনি পিত্রালয়ে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন। কবীর সাহেব তাহাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন। তাহার কন্যা এই হাসিকে উপহাস মনে করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিলেন এবং নিজের মন্দ ভাগ্যকে দোষ দিতে দিতে মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কবীর-পত্নী স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন অদ্য আগত কন্যার প্রতি পরিহাস করিয়াছেন ও কন্যার মনে এত কষ্ট দিয়াছেন। কবীর সাহেব কন্যাকে নিকটে ডাকাইয়া বলিতে লাগিলেন "আমি শ্রীভগবানের নাম ও অনন্ত করুণার কথা স্মরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ তোমায় আসিতে দেখিলাম—ভাল করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহিয়া দেখি তোমাদের প্রত্যেকের মাথার উপর এক একটি দুধের ঘটি ও খাবারের হাড়ি। ইহাতে এতই বিচিত্র শোভা হইয়াছিল যে —আমি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমি হাঁসি সম্বরণ করিতে পারিতেছিলাম না। তাহাই তুমি লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইয়াছ। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম, পরম কারুণিক পরমেশ্বর কি করিয়া তোমাদের আহার্য্য তোমাদের সহিতই পাঠাইয়া দিতেছেন—ইহাতে আমার দায়িত্ব আর কোথায় ? তোমার আনীত অন্ন তুমি আমার বাড়ীতে বসিয়া খাইবে, ইহা হইতে হাস্যকর দৃশ্য আর কোথায় পাইব।

অতএব হে পুত্র! কাহাকেও অন্ন দানে কুণ্ঠিত হইও না কারণ যে ব্যক্তি তোমার বাটীতে ভোজন করিতেছে, সে তাহার নিজ ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট অন্ন ক্রোড়ে করিয়া খাইতেছে। তোমার ক্ষতি কি ?

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করে, কিন্তু কোন দিন কিছু পায় কোন দিন কিছুই পায় না। সমস্ত দিন নানা স্থান ঘুরিয়া কিছু না পাইয়া একদিন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীভগবানের কথা মনে পড়িল। ক্রমে ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখিতেছে যে, এক দিব্যমূর্ত্তি তাহার নিকট উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্বপ্নের মধ্যে কাঁদিতে লাগিল। এই ক্রন্দনে তিনি দ্রবীভূত হইলেন ও দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। সেই দিব্যমূর্ত্তি যখন শুনিলেন যে দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি তাহার আর নাই, তখন তিনি বলিলেন "ব্রাহ্মণ তুমি জন্মান্তরে বা এই জন্মে কোন দান বা পুণ্য কর্ম্ম কর নাই, অতএব তোমার অতি অল্পই এ জীবনে প্রাপ্য আছে"। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিল "হে প্রভু! যদি আমায় কৃপা করিয়াছেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত জীবনের যাহা প্রাপ্য তাহা একবারে দিয়া দিন"। তখন সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আসিয়া বলিলেন "বৎস! তোমার মাত্র ১৪ পয়সা পাওনা আছে"। ইহাতে ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া বলিল "দেব আমায় উহা বুঝাইয়া দিন। আমি দেখি ইহাতে আমার দারিদ্র্য খণ্ডন করিতে পারি কিনা; আপনি কৃপা করুন ইহাই আমার প্রার্থনা"। তখন সেই তেজোময় পুরুষ তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং ব্রাহ্মণ দেখে প্রভাত উপস্থিত। গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে ভিক্ষায় বহির্গত হইল। সে দিন অল্প ঘুরিয়াই তাহার স্বপ্নের ১৪ পয়সা পাইয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে কিছু চিড়া, দই, মিষ্টান্ন কিনিয়া আনিল এবং বহু লোককে নারায়ণের প্রসাদ খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। সমস্ত লোক খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিয়া শয়ন করিল। পরদিন প্রাতে ভিক্ষায় বাহির হইয়া ২৮ পয়সা অতি সহজে প্রাপ্ত হইল, এবং সেইভাবে অন্নদান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল। দিনের পর দিন সে এইরূপ করাতে তাহার প্রচুর অর্থ সমাগম হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার দারিদ্র্যের অবসান ঘটিল ও মৃত্যুর পর সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘ স্বর্গ ভোগ করিতে পারিয়াছিল।

এক ব্রাহ্মণ বহু পরিবার লইয়া গৃহস্থাশ্রম পালন করিতেছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান ও সংসারী ছিলেন এবং নানা অভাব সত্ত্বেও নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া একত্রে সংসার করিতেছিলেন। প্রত্যেক ভ্রাতারই সন্তানাদি হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারিতেছিল না, কষ্টের সংসার একপ্রকার কাটিয়া যাইতেছিল মাত্র। একদিন শ্রীভগবান কৃপা করিয়া স্বপ্নে জানাইয়াদিলেন যে, তাহার খিরকীর পুকুরে প্রত্যহ প্রাতে ডুব দিলেই একটি শঙ্খ পাইবে, উহা বিক্রয় করিয়া একটি টাকা হইবে এবং তাহাতে তাহার সংসারের অভাব দূর হইয়া যাইবে।

প্রভাতে উঠিয়াই পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া যেমন ডুব দিলেন অমনি একটি সুন্দর শঙ্খ পাইলেন, উহা বিক্রয় করিয়া ১৲ টাকা হইল। সেই টাকায় সংসারের যাবতীয় পদার্থ আনিয়া সকলে সুখে আহারাদি করিলেন। প্রতিদিন এইভাবে তাহাদের আনন্দে দিন যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল ও স্বামীকে বুঝাইতে লাগিল যে, বৃথা এত পরিবার পালনে সমস্ত অর্থ নষ্ট না করিয়া যদি সঞ্চয় করিতে পার তবে তাহাদের ক্ষুদ্র পরিবারের কোন কষ্ট থাকিবে না। ব্রাহ্মণ এই দুষ্ট মন্ত্রণায় যোগ দিয়া পরদিন শঙ্খ বিক্রয়-লব্ধ টাকা হইতে ৵০ আনা মাত্র আহার্য্য ক্রয় করিয়া ৷৵০ আনা সঞ্চয় করিতে মনস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। গৃহে আসিয়া ভ্রাতাদের বলিলেন "তোমাদের আর আমি খাওয়াইতে পারিব না। তোমরা নিজের নিজের ব্যবস্থা কর"। তাহারা সে দিন অনাহারে কাটাইল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজ স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া আহার করিয়া নিদ্রা গেল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পুষ্করিণীতে বহু চেষ্টায় একটি মলিন শঙ্খ পাইলেন এবং অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা বিক্রয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে ২।৪ পয়সায় বিক্রী করিলেন এবং নিজ পরিবারবর্গসহ অনাহারে কষ্ট পাইলেন। আর শঙ্খ মিলিল না অতএব ঘোরতর দারিদ্র্যে তাহার দিনাতিপাত হইতে লাগিল। বৎস, আশ্রিত প্রতিপালনে শ্রীভগবান সহায় হন—স্বার্থ-চিন্তায় তাঁহার করুণার ধারা মলিনবৎ হইয়া যায়। বহু পুণ্যফলে বহুজন পালনের ভার তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে এবং তন্নিমিত্ত অর্থ তোমার নিকট আসিতেছে, সাবধান—ইহার প্রত্যবায় ঘটাইও না।

বিপদে শোক করিও না। দেখ পাহারা যাহারা দেয়, তাহার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দেয়। পাহারার বদলীর সময় আসিলে তাহার পরের পাহারার লোক আসিয়া পূর্ব্বব্যক্তির ঘাড় হইতে বন্দুক নিজ ঘাড়ে নেয়। পূর্ব্বের ব্যক্তিও অব্যাহতি পাইয়া চলিয়া যায়। কৈ সেত এত ধনদৌলত ছাড়িয়া যাইতে হয় বলিয়া দুঃখ করে না। আরও দেখ সদাগরের দোকান হইতে একটি জিনিষ কেহ দাম দিয়া কিনিয়া তথায় কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া অন্য কার্য্য অন্তে পুনঃ তাহা নিতে আসিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন কি সদাগরের কাঁদা উচিৎ ? তদবৎ স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে ভোগ করার জন্যই তোমাকে দিয়াছে ; তুমিও সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছ। ভোগজনিত সুখ যখন পাইয়াছ, তখনই মূল্য পাইয়াছ। তবে আর সে সকলের উপর তোমার দাবী কি ? আবার দেখ একজনের ছেলে মরিয়াছে, অসহ্য কষ্ট আর সহ্য হয় না, এত কষ্ট করিয়া খাওয়াইয়া পড়াইয়া মানুষ করিলাম। সাধু বলিলেন— মিছে কথা, যখন ছেলে জন্মিল তখন অন্তর্য্যামীই ছেলের জন্য মায়ের বুকে দুটী গ্লাসভরা খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন। সেগুলি কি সেই "মা" তাহার বাপের বাটী হইতে আনিয়াছিল না তুমি দিয়াছিলে ? ইহাতে সে প্রবোধ পাইয়া শান্ত হইল।

মন্দ কর্ম্মের শেষ ফল মন্দ এবং সৎকর্ম্মের শেষ ফল মঙ্গলজনক ইহা নিশ্চই জানিবে। যে এখন বিষয়মদে মত্ত, পরিণাম তাহার ভীষণ কিন্তু ভক্ত আপাততঃ দুঃখভোগ করে ইহা দৃষ্ট হইলেও শেষে ভক্তের প্রভূত মঙ্গল হয়।

আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা লোকের মোক্ষমার্গের বড় পরিপন্থী। প্রতিষ্ঠাকে কাক-বিষ্ঠার তুল্য জ্ঞান কর। অহঙ্কার থাকিলে লোকে নিজকে দাতা, কর্ত্তা মনে করে। দেহাভিমানই সমস্ত অনর্থের মূল। সর্ব্বকার্য্যে ভগবানকেই কর্ত্তা ও নিজকে অকর্ত্তা জ্ঞান করলে কত শান্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতাপাঠ, সাধুসঙ্গ ও উপাসনা নিত্য কর। পরনিন্দা, গালি, শপথ ও পরনারী এই চারিটী ছাড়। ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবাক্য, অহিংসা, সাত্ত্বিক ভোজন—এইগুলি যাহাতে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি-পালিত হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।

ছাখ্ এই দেহের প্রতি অভিমানটাই হচ্ছে যত দুঃখের মূল। দেহ-সম্বন্ধ থেকেই সংসারের সব জিনিষের সঙ্গে সম্বন্ধ। দেহাভিমান ছুটে গেলেই দেখবি পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা সবই ছুটে যাবে।

ভাব নিয়ে কথা। "তত্ত্বমসি' এই বাক্যটী অদ্বৈতবাদীরও সম্পত্তি, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরও সম্পত্তি, দ্বৈতবাদীরও সম্পত্তি। যাঁরা ভক্ত তাঁরা বলেন তস্য ত্বং অসি। আমি তোমারই। চাই ইষ্টের নিকটে সব রকমের শরণাগতি। এই শরণাগতিতে যে কি আনন্দ তা মুখে বলা যায় না।

ওরে, বিষয়ানন্দ যে পরিমাণে ত্যাগ করবি সেই পরিমাণে ব্রহ্মানন্দের স্বাদ পাবি। অসঙ্গ হও। সর্ব্বদা বিচার করবি কোন্ বস্তু নিত্য, কোন্ বস্তু অনিত্য। দেহের পতনত হবেই হবে। এ দেহকে কি রাখতে পারবি ? দেহ, গেহ, ধন, মান সবই অনিত্য। অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তু খোঁজ কর। শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য আর নিজের অনুভূতি, এই তিনটি যখন এক হবে তখন নিত্যানন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদ পাবি। তখনি দেখবি এই বিশ্বসংসার ভগবানেই রাস-লীলা। তখনই এই লীলারস অনুভব করে ধন্য হ'বি।

বেটা সাধন কর, সাধন করতে করতে মনকে তৈলধারাবৎ আত্ম চিন্তায় মগ্নকরে রাখবি। খেতে, বসে, শুয়ে, বেড়াতে বেড়াতে সব সময়ই ইষ্ট চিন্তা করবি। তার দিকে মন রাখবি। এরূপ করলে হবে কি জানিস্? রূপ আস্‌বে, শব্দ আস্‌বে, জগতের সব বিষয়ই তোর ইন্দ্রিয়ের কাছে আস্‌বে, কিন্তু মনে দাগ বসাতে পারবে না। কেউ তোর নিন্দেই করুক বা স্তুতিই করুক কিছুতেই তোর ভ্রুক্ষেপ হবে না।

অনেক লোক এমন আছে যে তারা নিজেরা কিছু করবে না, কিন্তু দোষ দেবে অপরের ঘাড়ে। বাপ মা ছেলেকে বিয়ে দেয়, এখন ছেলের যদি বৌ এর সঙ্গে পীরিতি না হয়, ছেলের যদি সন্তান না হয়, তা'হলে মা বাপ কি করবে? গুরু দেন মন্ত্র যা জপ করলে, যা মনন করলে হয় ইষ্টের সঙ্গে মিলন। গুরু পথ বাৎলে দেন। এখন শিষ্য যদি ঠিক ঠিক জপ না করে, যদি ইষ্টের চিন্তা, ইষ্টের মনন না করে, আর শুধু বলে—না কিছু হ'লনা, গুরু কি মন্ত্র দিলেন কিছুই হ'লনা—তা'হলে সেটা কি গুরুর দোষ? গুরু যে পথ বলে দিয়েছেন সে পথে যাবি না অথচ দোষ দিবি গুরুর!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছ্যাখ্ বেটা বিশ্বাস রাখবি, শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস রাখবি। বিশ্বাস না হ'লে চলার যো নেই। এই ছ্যাখনা ক, খ, গ এতগুলি বর্ণ। এগুলি ত আওয়াজ বা স্বর নয়। কিন্তু মাষ্টার বলে দিয়েছে এইটে ক, এইটে খ, এইটে গ। আর ছেলে ত বর্ণ গুলিকে স্বর বলে বিশ্বাস করে পড়াশুনা করে বিদ্বান পণ্ডিত হয়ে ওঠে। তোর নাম ত 'চন্দ্র' কিন্তু বল দেখি তুই কি সত্যি সত্যি 'চন্দ্র'? তোর এ নামটা মিথ্যে কল্পনা মাত্র। কিন্তু তোর বাপ মা বলে দিয়েছেন যে তুই চন্দ্র আর তুইও তাঁদের কথায় বিশ্বাস করে কাজ করে যাচ্ছিস্। বিজ্ঞানই বল আর যাই বল সব যায়গায় লোকে এক-টানা একটা কিছু বিশ্বাস করে নিয়ে তবে অগ্রসর হচ্ছে। তাই বলে বেটা, গুরু যে মন্ত্র দেন, সেরূপ ভাবে কাজ করলে এবং শাস্ত্র যা বলেন তাহাতে বিশ্বাস রেখে কাজ করলে সেই বিশ্বাসী কর্ত্তব্য নিষ্ঠের সাধনপথে সত্বর উন্নতি হয়।

রোজ গীতাপাঠ, সাধু-সঙ্গ ও উপাসনা করবি। আর ছাড়বি কি জানিস্? ছাড়বি নিন্দা, গালি, শপথ ও পরনারী। আবেগ চাইরে আবেগ চাই। একবার একচিত্তে, প্রাণ ভরে নিজের ইষ্টের কাছে আত্মনিবেদন কর দেখি। যদি সাড়া না পাস্ তখন আমায় বল্‌বি।

দুর্ব্বল, আল্‌সে লোক কখন আত্মলাভ কর্‌তে পারে না। শরীরটাকে যত কম আরামে রাখবি, শরীর ততই সুস্থ থাকবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ততই আত্মলাভের উপযোগী হবে। শরীরত যাবেই, কিছু-তেই এক অবস্থায় থাকবে না, তাই যতদিন শরীর থাকে, ততদিন শরীরকে দিয়ে কাজ আদায় করে নে।

দুর্ব্বলতাই হচ্ছে মানুষের নিকৃষ্টতম পাপ। শারীরিক দুর্ব্বলতাই বল আর মানসিক দুর্ব্বলতাই বল, সব রকমের দুর্ব্বলতা ত্যাগ করতে হবে। তুই যে স্বরূপতঃ অজর, অমর, অভয়, তোর আবার ভয় কি ? তুই নিজের সঙ্কল্পের চেহারা দেখে নিজে ডরিয়ে উঠছিস্। তুই নিজে জুজু সৃষ্টি করে, নিজেই সেই জুজুর ভয়ে পালাচ্ছিস্। একটা মজা ছাখ্ তোর নাম ত ছেদীলাল ? আচ্ছা বল্ দেখি তোর এই শরীরটার কোন্‌টা ছেদীলাল ? হাতের নাম হাত, পায়ের নাম পা, কেমন ? তবে ছেদীলাল কার নাম ? সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপ তোকে তুই নিজে একটা নাম আর রূপ দিচ্ছিস্। আর সেই নাম রূপ জুজুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছিস্। সেইরূপ সৎ চিৎ আনন্দকে জীব জগৎ এই নাম রূপ দিয়ে দেখ্‌চ। আর নাম রূপ জুজুর ভয়ে হারিয়ে ফেলছো তোমার স্বরূপ। জুজু যেমন কল্পিত, এই জগতও সেইরূপ কল্পিত। নামরূপ ত্যাগ করে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সেই দিব্য পুরুষকে দর্শন কর।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্য শুনে মূর্খেরা দেহটাকেই ব্রহ্ম ভেবে মদান্ধ হয় আর আপনাকে সর্বজ্ঞ মনে করে। কিন্তু তার মন বিষয় ভোগেই লিপ্ত থাকে। একেই বলে শুষ্কজ্ঞানী এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল দেহাভিমানী পুরুষদেরই অন্তে নরকভোগ হয়। বিষয়ের দোষ দর্শন করতে হবে; স্ত্রীপুত্র বিষয়াদির প্রতি আসক্তিকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমস্তবৃত্তি-গুলির মোড় ফিরাতে হবে বেটা, মোড় ফিরাতে হবে তবেই অন্তর্মুখী হয়ে নিজ স্বরূপ অমৃতের আস্বাদ পাবে।

"লুটিত ভাণ্ডার, মারিত গণ্ডার"। দেহাভিমানই হচ্ছে মানবের পরমশত্রু। মারবিত মার এই মহাশত্রু অহঙ্কারকে, আর লুটবিত লুটে নে সচ্চিদানন্দরূপ অমৃতখনি।

ষ্টীমার দেখছিস্ বেটা? কত বড় বড় নৌকাকে এই ষ্টীমার নদী থেকে সাগরে পৌঁছে দেয়। তদ্বৎ যিনি সদ্গুরু তিনি শত শত জীবকে তাদের নিজ স্বরূপ শ্রীভগবানের চরণে পৌঁছে দেয়। আবার কলের বাঁশীর শব্দ শুনছিস্ত ষ্টীমারের বাঁশী লোককে ডেকে নিয়ে যায় সাগর সঙ্গমে। আর কলের বাঁশী লোককে ডেকে নিয়ে যায় কারখানায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের হাড় ভাঙ্গে আর রক্ত চোষে। মানুষ হয়ে কারখানায় ঢোকে, আর সেখান থেকে যখন বেরোয় তখন হারিয়ে ফেলে তাদের স্বাস্থ্য, তাদের সুখ, তাদের মনুষ্যত্ব। তদ্বৎ যাদের ঈশ্বরের অনুভূতি নেই, আছে শুধু পাণ্ডিত্য, আর সেই পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, আর সেই পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, সেই সব অহঙ্কারী পণ্ডিতম্মন্য গুরুর কাছে গিয়ে লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না বাড়ে ভগবৎ ভক্তি, না বাড়ে জ্ঞান, বাড়ে শুধু অহঙ্কার আর অভিমান। তাদের উপদেশ হ'চ্ছে কলের বাঁশী।

বেটা হৃদয় উদার করবি, দৃষ্টি রাখবি একত্বে। যেমন সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ। সোনা আর সোনার অলঙ্কার। ঢেউর দিকে দৃষ্টি রাখবিনে দৃষ্টি দিবি সমুদ্রে। অলঙ্কারের দিকে না তাকিয়ে তাকাবি সোনার দিকে। ঢেউ ও অলঙ্কার এগুলিত শুধু নাম আর রূপ। ভিতরে বাহিরে এক বৃহৎ সত্তার মনন করতে করতে নাম রূপ সব কোথায় মিলিয়ে যাবে।

একদা শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতী মর্ত্ত্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া এক তপোবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক ধ্যানস্থ ঋষি ব্যতীত সকলেই তাঁদের অভিবাদন করিলেন। ইহাতে পার্ব্বতীর ক্রোধ উৎপন্ন হইল। তিনি সেই ঋষিকে "উষ্ট্রভব" উট হইয়া কালাতিপাত কর এই অভিসম্পাত করিলেন। তাহার বাক্য প্রভাবে ঋষি উট হইয়া সেই তপোবনের নিকটে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায়ও তাঁহার ভগবৎ স্মৃতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিছু দিন পরে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতী পুনরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলে সেই ঋষিকে মহাসুখে বিচরণ করিতে দেখিলেন। ইহাতে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে "অজগরোভব" বলিয়া চলিয়া গেলেন। ঋষি এক বৃহৎ অজগর সর্প হইয়া সেইস্থানে পড়িয়া রহিলেন। পুনরায় এই ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সর্পটীকে দেখিয়া পরম কারুণিক জগৎপিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কৃপায় সেই ঋষি সর্পদেহে কিরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে, সে খবর লইয়াছ কি? শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবী সেই সর্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনও কি তোমার কষ্ট ভোগের ইচ্ছা আছে?" সাধু উত্তর করিলেন "পূর্ব্বে মনুষ্য দেহে আহারের ও বিশ্রামের জন্য চেষ্টা ছিল। উষ্ট্রদেহে তাহা সহজে সমাধান হইত এবং অধুনা সর্প দেহে আমি যথাসুখে আহার ও বিশ্রাম পাইতেছি। মাতঃ তোমার অনন্তকৃপা"। ইহাতে পার্ব্বতী অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন "মুষিকোভব"—তুমি মুষিক হও, কিন্তু এবার আর সর্প মুষিক হইল না। তিনি যথেষ্ট চেষ্টা সত্বেও যখন তাঁহার রূপান্তর ঘটাইতে পারিলেন না, তখন শ্রীশ্রীমহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি হাঁসিতেছিলেন। এখন পার্ব্বতী দেবীর দুর্দ্দশা দেখিয়া বলিলেন "দেবী যে তপস্থার প্রভাবে তুমি ঋষিকে দুইবার অভিসম্পাত করিয়াছ তাহা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। এখন আর তোমার সামর্থ্য নাই তুমি ক্ষান্ত হও। আমি তোমার ভক্তের পূর্ব্ব সাধন যোগ্য দেহ দান করিব"। এই বলিয়া সর্পদেহ প্রাপ্ত যোগীকে পুনরায় মানব দেহ দান করিলেন।

হে পুত্র আশীর্ব্বাদ ও অভিসম্পাত সফল করিতে যে তপস্যা আবশ্যক তাহা তোমাতে কোথায়?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও রাণী গান্ধারীর নিকট উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনার ছলে কি বলিয়াছিলেন শ্রবণ কর:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে চলিয়াছে। ক্রমে এমন একটি স্থানে উপস্থিত হইল, যেখানে তাহার চতুর্দ্দিকে কেবল ভীষণ হিংস্র জন্তু এবং নিবিড় পথশূন্য বন যেন তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সে ভীত হইয়া পলাইতে চাহিল, কিন্তু পথ কোথায় ? যে দিকে ফিরিতেছে, সেই দিকেই ভয়ানক সর্প অথবা ব্যাঘ্র বা সিংহ তাহাকে তাড়া করিতেছে। মহাভয়ে ব্রাহ্মণের সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল, পলায়নের চেষ্টায় তাহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইল। তথাপি সে পলাইবার জন্য দৌড়াইতেছে কিন্তু কোথায় যায় ? বনের চারিধারে কাঁটার বেড়া এবং একটি অপ্রশস্ত পথের সম্মুখে এক রাক্ষসী তাহার গতিরোধ করিল। সেই রাক্ষসীর নিকট উপস্থিত হইলে সেই ব্রাহ্মণ দেখিল যে পঞ্চমুণ্ড বিশিষ্ট অতিকায় সর্পসমূহ তাহার দিকে বিষ উদ্গিরণ করিতেছে। সে ফিরিয়া বন মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া হঠাৎ এক কূপের মধ্যে পতিত হইল। কূপের মুখে লতাদির এমন একটি জাল ছিল যে ব্রাহ্মণের পা তাহাতে আটকাইয়া গেল এবং হেট-মুণ্ডে সে সেই কূপের মধ্যে ঝুলিতে লাগিল। কিন্তু হা অদৃষ্ট! সেই কূপের মধ্যে এক বৃহৎ সর্প তাহার দিকে আসিতেছে এবং উপরে এক প্রকাণ্ড হস্তী সেই কূপের নিকটে পা বাড়াইতেছে। এ দিকে অসংখ্য মৌমাছি আসিয়া তাহাকে দংশন আরম্ভ করিল। দুইটী ইঁদুর সেই লতার বাধন কাটিতে আরম্ভ করিল। কি ভীষণ অবস্থা, আর উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে এক ফোটা মধু কোথা হইতে তাহার মুখে পড়িল। একটা সুখ বোধ হইল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটা ফোটার জন্য হাঁ করিল। হা ভগবান, আরও এক ফোটা মধু দাও—কি মধুর—হোক বিপদ, থাকুক অসংখ্য দুঃখের হেতু, এই সুখই যথেষ্ট, ইহাই প্রার্থনীয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এমনও নির্ব্বোধ কি পৃথিবীতে আছে? কে সেই ব্যক্তি, কোথায় তাহার বাস, সেই অরণ্য বা কোথায়? সে কি এখনও জীবিত? তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

বিদুর কহিলেন মহারাজ! আমরাই সেই ব্রাহ্মণ। এই জগতই অনন্ত প্রান্তর, আর এই ভীষণ ব্যালাদির (অসংখ্য হিংস্র জীব) ত্রিতাপ জ্বালায় জীবমাত্র সন্ত্রস্ত। সেই রাক্ষসী নারী জীবের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধি বিনাশকারী জরা—মৃত্যুর দ্বারে সদাই উপস্থিত। ঐ কূপই এই ভোগায়তন দেহ—যাহার মধ্যে মৃত্যুরূপী মহাকষ্ট নিত্য বিরাজিত। যে লতা-গুল্ম তাহাকে বাধা দিয়াছে তাহা অসংখ্য জন্মের সংস্কারজ শুভাশুভ বাসনা ও কামনা। ঐ মত্ত হস্তী তাহার আয়ুঃ। এই হস্তীর ছয় মুখ—ছয় ঋতু এবং দ্বাদশ পাদ—মাস স্থানীয়। ঐ মূষিকদ্বয় দিবা ও রাত্রি জীবের আয়ুঃক্ষয় করিতেছে—আমরা না চাহিলেও তাহারা কাজ করিয়া চলিবে। ঐ মৌমাছি আমাদের সাংসারিক নিত্য অভাব ও অভিযোগ এবং ঐ মধু জীবনের অনন্ত ক্লেশের মধ্যে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ। হে পুত্র! জীবনের এই রহস্য প্রণিধান করিলে জন্ম মরণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা করিলে নিজেরই ক্ষতি হয়। অপরের নিন্দা করার সময় কুপ্রবৃত্তি চিত্তকে কলুষিত করে। সুতরাং পরনিন্দা কখনও করবে না।

ঘরে দেব মূর্ত্তির ছবি রাখবে, তাহলে সেই ছবির দিকে যখনই চাইবে তখনই মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হইবে। মন অন্ততঃ সেই সময়টুকু ভগবানের দিকে যাবে।

ছেলে মেয়েদের কোন কুকথা বলে গালি দিবে না। কারণ ছেলে মেয়েরা বাপ মার কাছ থেকে যাহা শিক্ষা করে, সেই শিক্ষা তাদের মনে দৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। বেশী রাগ হলে ধমকাবার সময় বলবে "তুমিত ভারী সাবিত্রী হয়ে বসেছ"। "এই শিবজীর বাচ্চা"। তাহলে ছেলে মেয়ের এবং বাপ মা উভয়েরই কল্যাণ হবে।

অভিমান সকল অনর্থের মূল। আর সেই অভিমানের মূল হচ্ছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দূর হয় তখনই, যখন চিত্তে বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়। বিশুদ্ধা ভক্তি হ'লে আর কিছুরই দরকার হয় না। তখন সেই ভক্তিই নিজের স্বরূপ পরমেশ্বরের চরণে নিয়ে যায় এবং মনুষ্য জীবনকে সফল করে তোলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজকে কখন দুর্ব্বল ভাববে না, পাপী ভাববে না। দুর্ব্বল ভাবতে ভাবতে দুর্ব্বলই হয়ে যায়, তখন তাহার দ্বারা কোন কাজ হয় না। যার স্বরূপ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমেশ্বর সে কখনও পাপী হ'তে পারে না। মন্দিরে ধুপধুনা, ভাল ভাল সুগন্ধি ফুলই থাকে, এ শরীরটাও পরমেশ্বরের মন্দির; এ মন্দিরে যদি কাম ক্রোধাদি আবর্জ্জনা থাকে তা'হলে ইষ্টনাম কীর্ত্তন ও সর্ব্বভূত-হিতানুষ্ঠানরূপ সম্মার্জনীদ্বারা তা' চিত্ত থেকে ঝাঁটিয়ে ফেলে দাও এবং ভক্তিবারি দিয়ে মন্দির বেশ করে ধুয়ে ফেল।

গীতা পড়বে, গায়ত্রী জপ করবে ও তার অর্থ চিন্তা করবে। গোবিন্দ গোবিন্দ নাম স্মরণ করবে। গুরুকে ধ্যান করবে। গঙ্গা স্নান করবে। গো-সেবা, গরীব দুঃখীকে অন্নদান, এবং আয়ের দশমাংশ সৎকাজে ব্যয় করবে।

সদ্‌গুরু লাভ করিলেই মুক্তি হইবে—এ প্রকার ধারণা ভ্রান্তি মূলক; মুক্তি কেহ দিতে পারে না। মুক্তি লাভ করিতে হইলে চাই মনের ঐকান্তিকী ইচ্ছা, তীব্র পুরুষকার, দৃঢ় সংযম এবং কঠোর সাধনা।

পিতামাতা পুত্রকে লালন-পালন করেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিদ্বান্ ও শিক্ষিত করিবার জন্য পিতামাতার যত্নের ক্রুটী লক্ষিত হয় না। কিন্তু পুত্র যদি বিদ্যালাভে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে, তবে পিতামাতার চেষ্টা ও ইচ্ছা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র লোক সমাজে চিরদিন মূর্খ বলিয়াই উপেক্ষিত হইবে। পুত্রের মূর্খতার জন্য পিতামাতা দায়ী নহেন ; পুত্র নিজেই তাহার মূর্খতার কারণ। তদ্রূপ সদ্‌গুরু ইচ্ছা করেন যে তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া দুর্ল্লভ মানব জন্ম সফল করুক, কিন্তু শিষ্য যদি মুক্তিলাভে উদ্‌বুদ্ধ না হয় তবে গুরু কি করিতে পারেন ?

গুরু বা ভগবান কল্পতরু। ঐকান্তিক ভক্তিই ভগবৎ সাক্ষাৎকারের উপায়। যে ভক্ত মুমুক্ষু ও বিবেকী, তিনি কখনও ভগবানের নিকট ঐহিক ভোগ প্রার্থনা করেন না। তিনি জানেন ঐহিক ভোগের পরিণাম কেবল দুঃখই হইয়া থাকে। সেই জন্য তিনি ভগবান্‌ বা গুরুরূপ কল্পবৃক্ষ হইতে তাঁহার প্রার্থিত মুক্তিরূপ অমৃত ফল গ্রহণ পূর্ব্বক অমরত্ব বা ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

সাধন রাজ্যে বিঘ্ন অনেক। প্রকৃত সাধকের জীবন প্রথমতঃ বিষের ন্যায় জ্বালাপ্রদ হয়। নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস আসিয়া সাধকের মনে আধিপত্য বিস্তার করে। সাধক মনে করে শাস্ত্র কবির কল্পনা, গুরুশক্তি একটা কথার কথা। কিন্তু সেই সময় অলক্ষ্যে থাকিয়া সদ্‌গুরু তাহাকে রক্ষা করেন। তাই সাধকের মনে অবিশ্বাসের মধ্যেও কখন আসে বিশ্বাস, নিরাশার মধ্যে আসে আশা। এই আশা, নিরাশা, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে সাধকের মন দোদুল্যমান হইতে থাকে—এই অবস্থার নামই সাধন-সমর অবস্থা। তারপর সদ্‌গুরুর কৃপায় ধীরে ধীরে সাধকের হৃদয়ে আসে বিশ্বাস, মনে আসে নব প্রেরণা, চিত্ত হয় একাগ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপের ফল দুঃখ,
পুণ্যের ফল সুখ।
কর নাম ও দান,
এতে হবে কল্যাণ।

মুক্তি লাভ করতে চাওত একনিষ্ঠ ভক্ত হও।
যার নাই "ইষ্ট" (আরাধ্য) সে হয় ভ্রষ্ট॥

বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা কঠিন ব্যাপার। প্রেমাভক্তিদ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হলে, তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়—একথা যেন সব সময় মনে থাকে।

এই দেখনা—আমি সন্ন্যাসী; কিন্তু সকলকে উপদেশ দেই ভক্তি পথে চলতে। জ্ঞানের কথা যেখানে সেখানে বলতে নাই তাতে লোকের অনিষ্ট হয়। জ্ঞানোপদেশ শুনে, ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে, যে সব ব্যক্তি জ্ঞান রাজ্যে বিচরণ করতে সচেষ্ট হয়, তাদের না হয় শান্তি, না হয় মুক্তি, না হয় জ্ঞান, না হয় ভক্তি।

ধুনুরীর মত আপন মনে ধুনে যাও। ধুনা তুলো দিয়ে লেপ হবে কি তোষক হবে তা ভেবো না। ভগবানের চরণে শরণ নিয়ে খুব জপ কর, ধ্যান কর, তাঁর নাম কীর্ত্তন কর, তা হলে পুরাণ তুলো ধুনলে যেমন নূতন হয়, সেই রকম তোমার হৃদয়ও পবিত্র হোয়ে নূতনরূপ ধারণ করবে। তারপর পবিত্র-হৃদয় তোমাকে দিয়ে ভগবান কি করবেন তা ভেবো না; সবটা তাঁর উপর ছেড়ে দাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হবে না। কেবল পরোক্ষ জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না। গুরুর নিকট, শাস্ত্রের নিকট মহাপুরুষের নিকট যে সব উপদেশ শুনবে, সেই সব উপদেশ অনুসারে কার্য্য করবে; তাহলে পূর্ব্বে, যে সত্য কেবল পরোক্ষ ছিল তাহা তখন অপরোক্ষ হবে। তখন শান্তি পাবে।

জপ করতে করতে চিত্ত তন্ময় হয়ে গেলে, জপের আর দরকার হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না চিত্ত তন্ময় হয়, ততক্ষণ জপ করা চাই। কাজে কিছু করি না, রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কারে অভিভূত হয়ে আছি; অথচ মুখে খুব জ্ঞানীর মত লম্বা লম্বা কথা বলি—এরূপ ভাব ভাল না, এতে অনিষ্ট হয়, অহঙ্কার বাড়ে।

গঙ্গাধর, তেরি গতি লখি নহি পাওয়ে।
ভোরহিসে, সাম্‌তক্, সামহিসে ভোর তক্;
দেহাধ্যাস করি নর, পচি পচি মরে;
এক ঘড়ি, আধ ঘড়ি, সৎসঙ্গ জো করে,
ভবসাগর গোস্পদ-তুল্য সো তরে।
গঙ্গাধর, তেরি গতি লখি নহি পাওয়ে।

পুত্র, তুম্ ইহা বাজার করণেকে লিয়ে আয়ে হো। এইসি চীজ্ খরিদ্ লো, জিস্‌ছে ঘরমে জা কর্ ফায়দা উঠানে সকো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লালে লাল হো যাও। অন্দর বাহার সব ভক্তিকা রঙছে রঙা লো। তব সব জগহমে আপ্নে ইষ্টদেব্কা দর্শন্ কর্ সকোগে।

গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গৌ, গুরু, গোবিন্দ, গঙ্গাধর, হরিহর।

অধিক বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে উপাসনার সুখশান্তি অনুভূত হয় না। প্রত্যহ যথাসম্ভব স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য সমূহ সম্পাদন করিয়া রাত্রিশেষে চোরের মত সকলের অজ্ঞাতসারে ভজনে প্রবৃত্ত হইবে। হৃদয়ে প্রেম উৎপন্ন করা চাই। আমি ইহজগতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কি করিলাম? যাঁহার জঠরে জন্ম ধারণ করিয়াছি তিনি আমার জন্য নিদারুণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া এবং অশেষবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপিনী সেই জননীর জন্য কি করিলাম, মাত্র তাঁহার যৌবনধন ধ্বংস করিবার কুঠার-স্বরূপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলাম—এইরূপে আপনার জীবনে ধিক্কার দিয়া এবং হে ঈশ্বর! হে দীনবন্ধো! ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি কত শত শত ভক্তগণ তোমার দর্শনলাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন—তাঁহাদের পুণ্য-প্রভাবে তদীয় জননী কৃতার্থ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের কুল পবিত্র হইয়া গিয়াছে আর আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে, দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম। আমি অন্ধের ন্যায় মোহে আবৃত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছি—কর্ম্মবশে কখন কোন্ ভীষণ গর্ত্তে পতিত হইব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার স্থিরতা নাই কোথা হইতে আসিয়াছি কোথায় যাইব কিছুই জানিনা। হে পতিত-পাবন! তুমি আমার শত শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার শরণাগত হইলাম। এইরূপ ব্যাকুল ভাবে তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিবে, এইরূপ চিন্তা হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিলে সেই অবস্থায় নিষ্কপট ও নিরভিমান হইয়া অশ্রুসিক্ত ঢুলু ঢুলু (অর্দ্ধ নিমীলিত) নয়নে ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে আরাধনা করিতে করিতে—

ভগবতরতিগতি আনমতি প্রেম মগন নিতচেতঃ।
গুণ গাবত পুলকিত হৃদয় দিন দিন সুরস সুহেত॥

অর্থাৎ ভগবানই আমার একমাত্র গতি—এইরূপ ভাব সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে তাহার প্রতি একান্ত ভাবে অনুরক্ত অনন্য-চিত্ত ও সর্ব্বদা প্রেমমগ্ন চিত্ত হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে তাঁহার গুণগান করিতে করিতে ক্রমশঃ হৃদয় সরস হইবে—অথবা সেই রসস্বরূপ পরমপুরুষ পরমেশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিবে।

দেহাভিমান সকল অনর্থের মূল। যেমন গাছের পাতায় জল দিলে গাছ সতেজ হয় না, তার গোড়ায় জল দিলে তবে হয়; আবার গাছের গোড়ায় আগুন দিলে গাছ কালে নষ্ট হয়ে যাবেই, সেইরূপ সকল অনর্থের মূল দেহাধ্যাস নষ্ট করিতে পারিলে সকল প্রকার দুঃখ আপনা হইতে নষ্ট হবেই; কিন্তু মূল অবিদ্যা নষ্ট করা বড় কঠিন, কারণ নানা উপায়ে একে নষ্ট করিবার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বেও ইহা নূতন আকার ধারণ করে, আবার দেখা দেয়। মূল অবিদ্যা নাশের এক উপায়—একে একেবারে উপেক্ষা করা অর্থাৎ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই বিশ্বাস স্থাপন না করা।

যেমন লাদের (ঘোটকের মল) পিপীলিকার মুখে যতক্ষণ লাদের আস্বাদ থাকে ততক্ষণ সে মিছরীর আস্বাদ পায় না, সেইরূপ যতক্ষণ বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাক্‌বে ততক্ষণ পরমানন্দ প্রাপ্তি অসম্ভব। লোকে পরমানন্দ-প্রাপ্তি ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে জীবিতেচ্ছা বলবতী থাকে, সুতরাং পরমানন্দ লাভ ঘটে না। অহর্নিশ দেহের অসারতা, অশুদ্ধতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা প্রভৃতি দোষগুলি স্মরণ করে মনে খুব বৈরাগ্য রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, "শির্ দেকে হর্ মিলে তো তব্ভী জানো নফা"—অর্থাৎ যদি আপনার শির অর্থাৎ প্রাণ পর্য্যন্ত গিয়াও পরমপদ লাভ হয়, তাহলে লাভই রহিল বুঝিতে হইবে; কারণ অমৃতত্বের তুলনায় তুচ্ছ শরীরের কোনও মূল্যই নাই।

ঈশ্বর এক—একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা। যেমন দেহের অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু দেহী এক, সেইরূপ জীবের মত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। "রুচিনাম্ বৈচিত্র্যাদ্ ঋজু কুটিল নানাপথ জুষাম্ নৃনামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব"। তুমি মতবাদের মধ্যে যাইও না। মতবাদ সাম্প্রদায়িকতা এবং সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে। সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণতা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরে থাকিবে। সর্ব্বভূতে মৈত্রী করুণাদি রাখিয়া এবং লোক ব্যবহার ঠিক রাখিয়া পরমার্থ লাভে অগ্রসর হও, তাহা হইলেই হইল। পূর্ব্বজন্মের সাধন ও সংস্কার অনুসারে কাহারও শিব, কাহারও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিতে রুচি হয় বটে, কিন্তু নামে কিছু আসে যায় না,—এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই উপাসনা; "সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবম্ প্রতি গচ্ছতি"। কর্ম্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ কর, ভক্তি পথে চল, ভগবৎ কৃপায় পরমার্থ লাভ হইবে, কোন ভয় নাই। ভক্তি সর্ব্বদেশী, একদেশী নহে; যাহাতে ইষ্টকে অনন্য ভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ হও সেইরূপ ভাবে চলিবে এবং সেইরূপ চর্চ্চা করিবে। রাজস ও তামস ভাবের প্রাবল্য অনুসারে অর্চ্চনাদির ভেদ হয়; রাজস বা তামস ভাবে পৃথক পৃথক দেবতা পৃথক পৃথক প্রণালীতে অর্চ্চনা না করিয়া এক নারায়ণ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু সর্ব্বভূতে আছেন—এইটী জানিয়া তন্ময় হইয়া উপাসনা করিবে। যিনি অব্যয় অবিনাশী, সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান—অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"—তাঁহারই উপাসনা সাত্ত্বিকভাবে করিতে হয়। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে ঐ একত্বের উপলব্ধি হয় না। উহারই বীজ বপন করিয়াছি।

নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে রহো সদা তন্ মন্ ধায়,
মন্ মাঝ নির্ম্মল কর‍্যো মৎ রহিয়ো অলসায়;
তব্‌তো ঈশ-কৃপা করে কহে গুরু সমঝায়,
ব্রহ্মজ্ঞান এইসে মিলে পুরা পুরা যহহি উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দেহ একটি ফোড়ার মতন। যেমন পূঁজ ও রক্ত মিলিয়া ফোড়া হয়, তেমনি পিতার শুক্র ও মাতার রজের সংমিশ্রণে এই দেহের উৎপত্তি। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমকালে বীর্য্য ও বলক্ষয় হয় এবং পরিশেষে ইহা দুঃখ ও অবসাদ আনয়ন করে। ভ্রূণ অন্ধকূপ মাতৃ-জঠরে দারুণ যাতনা ভোগ করে এবং সন্তান প্রসবকালে মাতা কি নিদারুণ গর্ভ-যন্ত্রণা অনুভব করেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ফোড়াও বিবিধ শারীরিক বিকার ও যন্ত্রণা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং ভবিষ্যতেও বিবিধ দুঃখ ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম দুঃখদায়ক ও ক্ষতিকর, দুঃখ ও যন্ত্রণা যাহার সহগামী, তাহার ফলে দুঃখই হইবে, আশ্চর্য্য কি? চিকিৎসকেরা ফোড়ার নিবৃত্তির জন্য মলম ও পটির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই দেহ-ফোড়ারও মলম-স্বরূপ ইহাকে শরীর ধারণোপযোগী অন্ন এবং পটিস্বরূপ লজ্জা-নিবারক বস্ত্রাদি মাত্রই প্রদান করা সঙ্গত; তথাপি জরা, ব্যাধি ও যাবতীয় দুঃখের আস্পদ অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, কেশ, লালা, মল, প্রভৃতি বিবিধ অশুচি ও অমেধ্য পদার্থের সমষ্টি স্বরূপ এই 'দেহই আমি' এবং 'ইহা আমার' মনে করিয়া লোকে নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, অন্নাদি ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া ইহাকে যত্ন ও রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, এবং মমত্ব বুদ্ধির ফলে ইহলোকে ও পরলোকে বিবিধ দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করে। দেহই মোহান্ধ জীবের প্রিয়তম পদার্থ, অথচ বিচার করিলে দেখা যায়, ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থ আর নাই। একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন—অর্জ্জুন! বল দেখি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদার্থ কি ? অর্জ্জুন শ্রীভগবানের ঐ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া একটি মলপিণ্ড নয়নগোচর করিয়া উহাই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থ স্থির করিলেন। এমন সময় অর্জ্জুনের মনোভাব জানিতে পারিয়া ঐ মলপিণ্ড বাকশক্তি সম্পন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিল—হে অর্জ্জুন ! হে দুর্ম্মতে ! তুমি দূর হও, আমার সম্মুখে আসিও না। ঐ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ মলপিণ্ডকে তাঁহার প্রতি এইরূপ কটুক্তি করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মলপিণ্ড উত্তর করিল "দেখ অর্জ্জুন, গতকল্য আমি সুন্দর নয়নানন্দকর খাদ্য সামগ্রী ছিলাম। আমার শোভায় কতলোক প্রলুব্ধ হইয়া, আমার স্তুতিবাদ করিয়াছে, এবং আমাকে লাভ করিবার জন্য অর্থ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু দেখ, আজ আমার কি দুর্দ্দশা ! মনুষ্য দেহের সহিত সঙ্গই আমার এই দুর্দ্দশার পরিণাম ; সেইজন্যই তোমাদের ন্যায় কৃতঘ্ন ও দুর্জ্জনের সঙ্গ করিবার আমার আর ইচ্ছা নাই, তুমি এখান হইতে দূর হও"। অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন, এই দেহ অপেক্ষা মলিন অকিঞ্চিৎকর পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই। অতএব এই দেহের প্রতি মমত্ববুদ্ধি বশতঃ আসক্ত হওয়া অতিশয় মূর্খের কার্য্য। ইহাও স্মরণ করিতে হইবে যে, এই শরীরকে অন্নবস্ত্রাদি প্রদান করিয়া লালন করার একমাত্র সার্থকতা ইহাকে সাধনপথে সহায়ক করা। যেমন লোকে একমাত্র স্বার্থসুখ সাধনের জন্য ঘোটকাদি যানবাহনাদির প্রতি যথোপযোগী যত্ন করে, কিন্তু যানবাহনাদিই "আমি" বা "আমার" সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে না, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শরীরের প্রতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, শরীরকে সাধনপথে সহায়ক করিবার জন্য উহার যেরূপ ও যে পরিমাণ অন্নবস্ত্রাদির প্রয়োজন উহাকে ততটুকুই প্রদান করিয়া থাকেন।

'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরম্ রথমেবতু'। সর্ব্বদা দেহরথে রথী হইয়া থাকিবে। নিশিদিন স্মরণ রাখিবে এই দেহরথে তুমি রথী, তুমি রথ নহ, তুমি এই সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন অস্থিমাংসের পিণ্ড নহ। যে আত্মচৈতন্য দেহাদি সমুদায় বস্তুর প্রকাশক, তাহার কিরূপে জড়দেহের সহিত ঐক্য হইতে পারে? দেহাভিমানে মত্ত হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মদেব হরিকে ভুলিও না। "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং"—বিবেকীগণ এই অনিত্য ও অসুখকর দেহাদির প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া, অমৃতত্ব লাভের জন্য সর্ব্বদা হরিপাদপদ্মপীযূষ রস পান করিয়া থাকেন এবং সাধন বলে আত্মরতি ও আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়া বৃক্ষত্যক্ত শুষ্কপত্রের ন্যায় দেহের প্রতি অবলোকন করিয়া থাকেন। শুষ্কপত্র যেরূপ বায়ুবেগে পরিচালিত হয়, বৃক্ষ যেমন উহার সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত নিঃসঙ্গ মহাপুরুষগণই প্রারব্ধবশে পরিচালিত এই দেহের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিয়া, সুখে বিচরণ করিয়া থাকেন, এবং পরিশেষে দেহপাত হইলে বিদেহ মুক্তি লাভ করিয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হন।

যেমন একই লোকের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়, সেইরূপ একই ঈশ্বরের শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা প্রভৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবিধ মূর্ত্তি। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতির গুণ ও কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন, একের কার্য্য অন্যের দ্বারা হয় না, সেইরূপ ভগবান বিবিধ মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মবিদ্ সন্ন্যাসী শালগ্রাম বা বিষ্ণুস্বরূপ, শালগ্রাম অচল নারায়ণ, সন্ন্যাসী সচল নারায়ণ। নারায়ণের কি আবার পাপ-পুণ্য আছে ? হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করাইবার সময় পাণ্ডারা মন্ত্র পড়ায়—"ন গোত ন পোত ন আগা ন পিছা, হরিগুরুশরণ আচ্ছা দেখা।" ইহার অর্থ এই যে, হে যজমান্! বাস্তবিক গোত অর্থাৎ গোত্রও নাই এবং পোত অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদিও নাই; সেইরূপ তোমার আগা অর্থাৎ সঞ্চিত বা অতীত কর্ম্মও নাই এবং পিছা অর্থাৎ আগামী কর্ম্মও নাই; (কারণ 'ইহা আমি', 'ইহারা আমার', 'এই সকল কর্ম্ম আমার' এইরূপ অভিমান মিথ্যা) কিন্তু তথাপি অজ্ঞানবশতঃ লোকে এইরূপ অভিমান করিয়া দুঃখ ভোগ করে—এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা গিয়াছে যে একমাত্র শ্রীহরি বা শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়াই এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর কার্য্য। গুরুর কৃপায় হরি মিলে।

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত অনুভূতির ঐক্য হইলে অজ্ঞানের নাশ হয়। অনুভূতি কূপের জল; পড়া বিদ্যা পুষ্করিণীর জল; কূপের জল বহুদিন থাকে, পুষ্করিণীর জল অল্পকালেই শুকাইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাত্মা আউর তেরা বীচমে কোই দেওয়াল নেহি হ্যায় ; কেঁউকী পরমাত্মা হি তেরা স্বরূপ হৈ। উসিকো সাথ সাথ লেকে তু ঘুম্‌তা, ফিরতা, উঠ্‌তা, বৈঠ্‌তা, লেট্‌তা, শোতা, রোতা, হাঁস্‌তা, শোচতা, বোল্‌তা। মিট্টিকা ভিতর সোনেকা খান্‌ হৈঁ ; বহুত আদ্‌মী উস্‌কা উপর দেকে চলা জাতে হৈঁ, লেকিন্‌ উন্‌কে উস্‌ খানেকা সন্ধান নেহি মিলতা। বহুৎ আদ্‌মী উস্‌ মিট্টিকা উপর শোতা হৈঁ, বৈঠ্‌তা হৈঁ, লেকিন ও লোগ্‌ নেহি জান্‌তে হৈঁ কী উস্‌ মিট্টিকা অন্দর সোনেকা খান্‌ রহতা হৈ। ইসী মাফিক তু নেহি জান্‌তা কী তেরা হৃদয় কী গুফামে পরমাত্মা বিরাজ কর্‌ রহে হৈঁ।

পরমাত্মা এবং তোমার মধ্যে কোন দেওয়াল নেই ; কারণ পরমাত্মাই যে তোমার স্বরূপ। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়েই যে তুমি ঘুরচ, ফিরচ, উঠ্‌চ, বস্‌চ, শুয়ে থাক্‌চ, ঘুমুচ্চ, চিন্তা করচ, কথা বল্‌চ। দেখ, মাটির ভিতর সোনার খনি থাকে। সেই খনির উপর দিয়া কতলোক চলে যায় কিন্তু সেই মাটির নীচে যে সোনার খনি আছে, সেই খনির সন্ধান তারা পায় না। কত লোক সেই মাটির উপর শুয়ে থাকে, কিন্তু তারাও জানতে পারে না যে তাদেরই নীচে মাটির ভিতর সোনার খনি আছে। সেই রকম তোমারই হৃদয়-গুহার ভিতর পরমাত্মা সর্ব্বদা বিরাজ করছেন তাহা তুমি জানতে পার না।

বড়ী তাজ্জব কী বাত হৈ কী ইন্‌সান্‌ সিধী চিজ্‌কো টেড়ী কর্‌কে লেতা হৈ। কোই সত্যকো নেহি চাহতা। সত্যকো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যাকা কাপ্‌ড়ে পিনহা কর্ দেখ্‌নে মাঙতা হৈ। উন্‌কো কহো—"ঈশ্বর তেরা অন্দর হেঁ; উন্‌কো ধ্যান করো; উনকো নাম জপ করো"। তো যহ বাত্ আদমী নেহী শুনেগা। অগর উন্‌কো কহো—"ইটা, পাথর দেকে মন্দির বনাও, উস্ মন্দিরমে রামজী, ইয়া কিষণ্‌জী, ইয়া কোই দেবীকী মূর্ত্তি বনাকর প্রতিষ্ঠা করো", তো উহ লাখ্ লাখ্ রূপয়া খর্‌চা কর উহ কাম করেগা। যহ বাত্ ইয়াদ্ রাখ্‌খো বেটা, মনুষ্য কা শরীর হী ভগবান্‌কা শ্রেষ্ঠ মন্দির হৈ। জো আদমী ইস্ মন্দিরমে ভগবানকী প্রতিষ্ঠা নেহি কিয়া হৈ, উস্‌কা ভগবান কে লিয়ে বাহর মন্দির রচনা ফজুল হৈ। জো আপ্‌নে হৃদয় মে ভগবান্‌কো অনুভব নেহি কিয়া হৈ উহ কভী বাহর মে কিসী জগহপর ভগবান্‌কো নেহি দেখ্ সকেগা।

এ বড় আশ্চর্য্য যে, মানুষ সরল জিনিষকে বাঁকা করে নিতে চায়। কেউ সত্যকে চায় না। সত্যকে মিথ্যার বসন পরিয়ে দেখতে চায়। মানুষকে যদি বল—"ঈশ্বর তোমারই হৃদয়ে আছেন, তাঁর ধ্যানকর, তাঁর নাম জপ কর তো তোমার কথা সে শুনবে না। কিন্তু যদি তাকে বল—ইট, পাথর দিয়ে মন্দির তৈয়েরী করে সেই মন্দিরে রাম, কৃষ্ণ কিম্বা কোন দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর, তাহলে সে লাখ লাখ টাকা খরচ করে মন্দির তৈয়েরী করবে।" এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রেখো যে মানুষের এই দেহই ভগবানের শ্রেষ্ঠ মন্দির। যে ব্যক্তি এই মন্দিরে ভগবানের প্রতিষ্ঠা করে নাই, সে বাহিরে ভগবানের জন্য যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তা ব্যর্থই হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তি আপন হৃদয়ে ভগবানকে অনুভব করিতে পারে না, সে কখন বাহিরে কোথায়ও ভগবানকে অনুর্ভব করতে সমর্থ হবে না।

তপস্যা, যজ্ঞ ও দানাদির দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধতা হয়। তপস্যা কি? স্ব স্ব আশ্রমোচিত কার্য্য করিলেই তপস্যা করা হয়। কলিতে যাগযজ্ঞাদি করা কঠিন, সুতরাং তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মার্থে দান করিলে যজ্ঞাদির ফল লাভ করা যায়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তবে শ্রবণ, মনন ও ক্রমশঃ নিদিধ্যাসন করিবার অধিকার জন্মে। বাক্য তিন প্রকার—বাদ, বিতণ্ডা, ও জল্প অথবা স্বার্থিক, পারমার্থিক ও বন্ধ্যা। যেরূপ কথাবার্ত্তায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কোনও প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না তাহাকে জল্প বা বন্ধ্যা বাণী বলে; ইহা দ্বারা বৃথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র। যেরূপ কথাবার্ত্তার ফলে পরস্পরের সহিত বিরোধ হয়, তাহাই বিতণ্ডা। এই দুইটী সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ব্যবহারিক কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে কথোপকথন তাহা স্বার্থিক এবং পরমার্থ বিষয়ক পারমার্থিক। শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য অভিমান শূন্য ও জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিলে গুরু পদার্থ-নির্ণয় করিয়া তাহার যে সমাধান করেন তাহাকে বাদ বলে। শ্রদ্ধাযুক্ত ও অনন্যবৃত্তি হইয়া গুরুবাক্য বা শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিলে, তবে শ্রবণের ফল হয়, নতুবা নহে। সাপ যেমন সাপুড়ের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া বন্ধন-ভয়, হিংসাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া উৎকর্ণ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা শ্রবণ করে এবং তন্ময় হইয়া যায়, সেইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে তদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রবণই "শ্রবণ"। এই শ্রবণের ফলে শিষ্যের অহঙ্কার ও অভিমান গলিত হইয়া যায়। গো-মহিষাদি পশুগণ যেমন তৃণাদি ভোজন করিবার পর, বিশ্রান্তির সময় সেগুলি রোমন্থন করে এবং ভুক্তবস্তুর সারাংশ গ্রহণ ও অসারাংশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ একান্তে গিয়া পূর্ব্বশ্রুত গুরু ও শাস্ত্রবাক্যের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা এবং অনুকূল যুক্তি ও বিশ্বাসের সাহায্যে ঐ সিদ্ধান্ত ধার্য্য করাকে 'মনন' কহে। আরশুলা যেমন কাঁচপোকাকে ধ্যান করিতে করিতে কাঁচপোকা হইয়া যায়, সেইরূপ মননদ্বারা নির্দ্ধারিত লক্ষ্যপদার্থ ধ্যান করিতে করিতে তদ্রূপ হইয়া যাওয়া নিদিধ্যাশনের ফল। গীতার নিয়ম পালন করিয়া যতদূর সম্ভব স্পৃহাশূন্য হইয়া পুলকিত হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা কর। প্রারব্ধবশে যাহাই হউক না কেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হরিপাদপদ্মে চিত্ত অর্পণ কর। গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এইরূপে স্বধর্ম্ম পালন করিলে গুরু-ভক্তিপরায়ণ শিষ্য আপনার অজ্ঞাতসারে অনায়াসেই মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকে। মুক্তি নিত্যপ্রাপ্ত বস্তু। এই নিত্যপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তিকেই মুক্তিলাভ বলে।

পূরা মিলা সদ্‌গুরু, পূরা বাৎলায় দিয়া যুক্ত।
হাস্‌তে খেল্‌তে শোতে বাচ্চা হোগয়া যুক্ত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন আলোকের সাহায্য ব্যতীত চক্ষু দেখিতে পায় না, সেইরূপ সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। আবার যেমন চক্ষু ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল আলোক বিদ্যমান থাকিলেও দর্শনশক্তিশূন্য বলিয়া কোনও বস্তু দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, একমাত্র চক্ষুদ্বারাই দর্শন ক্রিয়া সম্ভব, সেইরূপ প্রকৃত ব্যাকুলতা জন্মিলে ভগবদ্দর্শন অথবা মোক্ষ বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাকুলতা ও সদ্‌গুরুর কৃপা এতদুভয়ের সম্মিলনেই ঠিক্ ঠিক্ অধ্যাত্মভাবের স্ফূর্ত্তি হয় অন্যথা নহে। অথবা কুমারী কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলেও যেমন পুরুষসঙ্গম ব্যতীত তাহার সন্তান জন্মিতে পারে না, সেইরূপ হাজার শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও বা সাধন ভজন করিলেও সদ্‌গুরুর কৃপাব্যতীত জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ অসম্ভব। গুরু কে? অস্থি, চর্ম্ম ও মাংস গুরু নয়। গু—অর্থে গুহা বা অন্ধকার এবং রু—অর্থে প্রকাশ। হৃদয়-গুহায় প্রকাশ স্বরূপে যাঁহার অধিষ্ঠান এবং যদ্দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত হয় তিনিই গুরু। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম", "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি। যিনি বেদ অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয় বিষয়ে নিপুণ তিনিই গুরু হইতে পারেন অপরে নহে।

শুভকার্য্যের সঙ্কল্প উদয় হইলেই ঐ কার্য্য সম্পন্ন করা উচিৎ; শরীরের প্রতি বা আত্মীয় স্বজনের প্রতি মমতাপাশে বদ্ধ হইয়া শুভকার্য্য-সাধনে বিলম্ব করিলে পরে অনুতাপ করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'কবে শরণ লইব শ্রীপদে'—'কবে ডুবিব রূপসাগরে'—এইরূপ উচ্ছ্বাস করিলেই হইল না—এখনই সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিতে হইবে—এখনই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণ লইতে হইবে। 'চেষ্টা করিব' 'নন্নু' 'নচ' 'অগর' 'মগর' 'বট' (but) 'কিন্তু' এ সব অলস ব্যক্তির কথা, প্রকৃত সাধকের অভিধানে এ সকল কথা নাই। মনে থাকে যেন—আলস্যং হি মনুষ্যাণাং শরীরস্থো মহারিপুঃ। নাস্ত্যুদ্যমসমো বন্ধুঃ কৃত্বা যং নাবসীদতি (অর্থাৎ মনুষ্য-শরীরে আলস্যই পরমশত্রু; উদ্যমের সমান বন্ধু নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া কেহ কখন অবসন্ন হয় না)। জগৎ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া মমতায় আবদ্ধ বা শোকগ্রস্ত হইবে না। এইরূপ হইলে পরমার্থপদে অগ্রসর হওয়া যায় না। পুত্রাদির প্রতিপালন কিরূপে হইবে, এইরূপ সংশয় বা চিন্তার উদয় হইলে, স্মরণ করিতে হইবে যে আমার যেমন একজন রক্ষাকর্ত্তা আছেন, আমার পোষ্যবর্গেরও তিনিই রক্ষাকর্ত্তা। ঈশ্বর তোমার রক্ষাকর্ত্তা আর তাহাদের ঈশ্বর কি মারা গিয়াছেন ? —মায়ের স্তনে দুগ্ধ কে দিল ? মাতৃ-জঠরে শিশুর আগমনের পূর্ব্ব হইতেই যিনি মাতৃবক্ষে দুইটী অমৃতের কুম্ভ স্থাপন করিয়াছেন, তিনিই তাহাদের ব্যবস্থা করিবেন।

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে।"

শিশুর হৃদয়ে অহঙ্কার নাই, তাই তাহাকে পিতামাতা এবং অন্যান্য সকলেই আদর করে এবং ক্রোড়ে করিয়া সযত্নে রক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। তুমিও যদি বিনয়ী, নিরভিমানী ও প্রকৃত ভক্ত হও, হরি তোমায় কোলে তুলিয়া লইবেন।

দোনো হাত সে লাড্ডু রাখ্‌কে কাম করনা, (অর্থাৎ কোনও কার্য্যের ফলে হাতে কিছু আসিলে লোকে আপনাকে লাভবান ও সুখী মনে করে, পক্ষান্তরে কিছু হাতে না আসিলে আপনাকে অসুখী মনে করে; কিন্তু যদি সে ভাবে আমি কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছি, ইহার ফলে লাভ বা অলাভ হউক, ইহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, উভয় অবস্থাতেই আমি তৃপ্ত—সন্তোষ আমার করতলগত, এইরূপ বুদ্ধি লইয়া যদি সে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে হর্ষে অধীর ও উৎফুল্ল বা দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।) এক ব্রাহ্মণকে একব্যক্তি একটী গরু দান করিতে আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ গরুটী পাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এস মা ভগবতী! তোমার আগমনে আজ আমার কুটীর পবিত্র হইল—এস মা! আমার কুটীরে অবস্থান কর, আমি তোমার সেবা করিয়া পবিত্র হইব। তোমার দুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইব এবং তোমার গোময়াদি দ্বারা আমার বিবিধ উপকার সাধিত হইবে।" কিছুদিন পরে লোকটী আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, "মহাশয়, আমার গরুটী ফিরাইয়া দিন এক্ষণে আমার উহা আবশ্যক হইয়াছে।" লোকটীর এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ গরুটীকে আনিয়া ঐ ব্যক্তির সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"মা! এতদিন তোমার সেবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাকে ঐ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়া আমাকে মুক্ত করিলে, তুমি ধন্য। তোমার সেবা আয়াসসাধ্য ও সময়ে সময়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। তুমি ঐ সকল বিঘ্ন ও আয়াস হইতে আমাকে অব্যাহতি প্রদান করিলে। মাতঃ! তোমাকে আমি প্রণাম করি, এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান কর"। (লক্ষ্যার্থ এই যে, জগতে প্রত্যেক ঘটনার একটা ভাল দিক্ ও একটা মন্দ দিক্ আছে—কোনও ঘটনা ঘটিলে তাহার মন্দ দিক্‌টা উপেক্ষা করিয়া, যদি আমরা ভাল দিক্‌টা বরণ করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ে সন্তোষ অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থিতি করে।)

যে সন্তোষসুখপ্রমোদমুদিতাস্তেষাং ন ভিন্না মুদো
যে ত্বন্যে ধনলোভসঙ্কুলধিয়স্তেষাং ন তৃষ্ণা হতা।

(অর্থাৎ যাঁহারা সন্তোষসুখে মগ্ন তাঁহাদের মন সর্ব্বদা আনন্দ সাগরে ভাসমান থাকে; পক্ষান্তরে যাহারা ধনলাভে ব্যাকুল-হৃদয় তাহাদের তৃষ্ণা মিটে না।

কি লইয়া বসিয়া আছ? অন্ধের ন্যায় এই বিপদসঙ্কুল সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছ, জান না কর্ম্মবশে কখন কোন্ ভীষণ গর্ত্তে পতিত হইবে, অথচ নিশ্চিন্ত হইয়া আহারবিহারাদির সুখে ব্যাপৃত আছ!

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং
ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্যভারগুরুভিঃ কালো ন বিজ্ঞায়তে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসঞ্চ নোৎপদ্যতে,
পীত্বা মোহময়ীং প্রসাদ-মদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥

অর্থাৎ আদিত্যের উদয়াস্ত দ্বারা প্রতিদিন আয়ুঃক্ষয় হইতেছে; নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কোথা দিয়া কাল কাটিয়া যাইতেছে, তাহা লোকে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না। জন্ম, জরা, বিপদ ও মৃত্যু দর্শন করিয়াও লোকের ভীতি উৎপাদন হইতেছে না; কি এক মোহময়ী প্রমাদমদিরা পান করিয়া, সমস্ত জগৎ যেন উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর, গুরু কিম্বা মৃত্যুর ভয় থাক্‌লে কি আর ঘুমান যায়? যার ঈশ্বর, গুরু অথবা মৃত্যুর ভয় নাই—যার 'পুনরপি জননং পুনরপি মরণম্'—এই প্রকার চিন্তা নাই, সে সংসারসুখকেই পরম পুরুষার্থ বলে মনে করে। এই সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহটাকে পোষণ করবার জন্য সমস্ত পুরুষার্থ প্রয়োগ করে; কিন্তু এই শরীরের ন্যায় কৃতঘ্ন শত্রু আর কি আছে? দেখ, এই দেহাধ্যাস তোমাদের আর যায় না। বহুজন্মের সংস্কার কি না, তাই সহজে যেতে চায় না।

কিন্তু ভেবে দেখ, এই দেহ যদি তুমিই হও, তবে তোমার শৈশবের দেহ এখন নাই কেন? কেন তাকে রাখতে পারলে না, আর বর্ত্তমান যৌবনের দেহও ত থাক্‌বে না; এরপর এ শরীর বৃদ্ধ হবে, তারপর এর সম্পূর্ণ বিনাশ হবে। কাজেই দেহাধ্যাস ছেড়ে দাও। যেমন গঙ্গাজলে ডুব দিলে শরীরের ভার বোধ থাকে না, শরীর শীতল হয় এবং স্পর্শদোষেরও ভয় থাকে না, কিন্তু ঘড়া ভরে জল বহিলেই শরীরের ভারবোধ হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষ্ট হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শদোষের ভয়ে মানসিক অশান্তিরও উৎপত্তি হয়, সেইরূপ আত্মারূপ গঙ্গাজলে ডুব দিলে, কোনও প্রকার কায়িক বা মানসিক কষ্ট থাকে না, অন্তর শীতল হয়। কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররূপ ঘড়া মাথায় বহিলেই অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি রাখলেই যত কষ্ট ও অশান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে দেহাধ্যাস ত্যাগ করতে চেষ্টা কর, তাহলেই শান্তি মিলিবে।

সাধনে মন বসে না কেন ? সিদ্ধিলাভ করা চাই, কিন্তু ইচ্ছা নাই ; ক্ষুধা আছে, কিন্তু রাঁধতে ইচ্ছা করে না। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধাই নাই ; ক্ষুধা থাক্‌লে কি আর না রেঁধে পারে ? আসল কথা বৈরাগ্য চাই—মনে। বৈরাগ্য না থাক্‌লে সাধন-ভজন হয় না, বৈরাগ্য না থাক্‌লে বনে গেলেও কোন লাভ নাই, আর বৈরাগ্য থাক্‌লে ঘরে বসেও সাধনা করা চলে। প্রকৃত বৈরাগ্য কি রকম জানিস্ ?—যেমন মলমূত্রের উপর। মলমূত্রত্যাগ করে এসে তার উপর আর মন যায় না, সেই মলমূত্রত তোরই পেটে উৎপন্ন হয়েছিল, কিন্তু তবু কি বৈরাগ্য ! সেটা কুকুরে খেল না কাকে খেল, না পচে গেল, আদৌ ওদিকে দৃষ্টি নাই। তেমনি এই দেহের উপর যখন ঐ রকম অনাসক্তি হবে তখন বুঝবি হাঁ কিছু বৈরাগ্য হয়েছে। তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে দেহাধ্যাস যায় ও সাধনে রুচি হয়। কেন হবে না ? উঠে পড়ে লেগে যাত্‌

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি কেমন করে না হয়! এক ঘুমের পর বসে যাত' আসনে, ঢুলু ঢুলু নয়নে ভগবানের—গুরুমহারাজের ধ্যান করতে, দেখি কোথায় থাকে দেহাধ্যাস। এই রকম ধ্যান করতে করতে দেহাধ্যাস মোটেই থাকে না। ব্রহ্মচিন্তাই করতে থাক। যারা ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে, তারা প্রারব্ধবশে কোন ভোগ উপস্থিত হলেও একটু বিচার করে সেই ভোগ থেকে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করে আবার ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হয়। যেমন রেলগাড়ী চলছেই, কিন্তু যেখানে প্রারব্ধ-ভোগরূপ ষ্টেশন আসে, সেখানে কিছুকাল থেমে আবার চলতে থাকে। কুমুদিনীর ন্যায় হয়ো না, কমলের ন্যায় হয়ে স্বকীয় শুদ্ধস্বরূপের আরাধনা কর। কমল থাকে জলে, উৎপত্তিও জলে, কিন্তু সূর্য্যদেব, যিনি পৃথিবীর জল শোষণ করেন, তিনি যেই উদিত হন, অমনি আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়। আর চন্দ্র, জল বৃদ্ধি করা যাঁর কাজ, তিনি উদিত হলেই মুদিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কুমুদিনী চন্দ্র উঠিলে প্রফুল্লিত হয়, আর সূর্য্য উঠিলে মুদিত হয়ে যায়। সেইরূপ বিচারশীল সাধক ব্রহ্মচিন্তা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করে, তা জেনেও এই জগতে জন্মগ্রহণ করে এবং এই জগতে বাস করে নিয়ত সেই ব্রহ্মচিন্তায়ই মগ্ন থাকেন, আর সংসারবৃদ্ধির কারণ বাসনাদির উদয় হলে মনকে বাসনা হতে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাহপি দত্তাবনী
যজ্ঞানাং সহস্রমিষ্টমখিলা দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরস্ত্রৈলোক্যপূজ্যোঽপ্যসৌ
যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনং প্রাপ্নুয়াৎ ।।

(অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মবিচার করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্যও স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাঁহার সমস্ত পৃথিবী দান করা হইয়াছে। তাঁহার সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত দেবতা পূজা করা হইয়াছে। তাঁহার পিতৃপুরুষগণকে সংসার হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, এবং তিনি ত্রৈলোক্যের পূজনীয় হইয়াছেন।

স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতিকে ভুলাইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রী স্ত্রীকে বা পুরুষ পুরুষকে ভুলাইতে পারে না। সেইজন্য মায়া (স্ত্রী) জীবকে (পুরুষ) ভুলাইয়া সংসার সাগরে নিমগ্ন করে, কিন্তু জীব যদি ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে—ভক্তি সিন্ধুতে ডুব দেয়—তাহলে মায়া আর জীবকে ভুলাতে পারে না, কারণ ভক্তিও স্ত্রী, আর মায়াও স্ত্রী। জীব যখন ভক্তি সিন্ধুতে ডুব দেয়, তখন তার মনও ভক্তিময় হয়ে যায়, এবং তার ফলে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন সে ভুবন-মোহিনী মায়ার হাত হতে মুক্ত হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসতে থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে ভক্তিকে আশ্রয় করে থাক।

"শিব শিব শিব জপত মন সচ্চিদ্—আনন্দ হ্যায়"

অর্থাৎ হে মন! তুমি শিব শিব শিব এইরূপ জপ করিতে থাকো। চলিতে, ফিরিতে, শুইতে, বসিতে এইরূপে ভক্তি ভাবে জপ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান সর্ব্বত্র পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন জানিতে পারিবে।

"তৈ তনক্ ছিদ্র নহি বিচ্চ তেরে,
জিথে কঁখ না ইঁক সমাঁবদাহী।"

অর্থাৎ একটি তৃণ রাখিতে যতটুকু ছিদ্রের আবশ্যক ততটুকু স্থানও তোমার মধ্যে নাই যেখানে তিনি নাই।

পুত্র! যদি পাকা গৃহস্থ হ'তে চাও, তাহলে ছয়টী 'গ' মনে রাখবে। সেই ছয়টী 'গ'—গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, গৌ, গুরু, গোবিন্দ।

গঙ্গা—অন্য জলে যেমন পোকা হয়, গঙ্গা জলে তেমন পোকা হয় না। গঙ্গাজল যদি ১ বৎসর পর্য্যন্তও কলসী ভরিয়া রাখিয়া দাও, তবুও তাতে পোকা পড়বে না। গঙ্গাজলে শরীরের স্বাস্থ্যের উপযোগী অনেক উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে, সেইজন্য গঙ্গাজল পান করিলে, তাহাতে স্নান করিলে মানুষ অনেক ব্যাধি হতে মুক্ত থাকতে পারে। এই গেল গঙ্গার আধিভৌতিক দিক। আবার গঙ্গাদেবীর উপাসনা থেকে মানুষ বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। গঙ্গা মানে নির্ম্মল জ্ঞান। সেইজন্য গঙ্গা পতিতপাবনী। গঙ্গাদেবীর উপাসনা করিলে দেবী তুষ্ট হ'য়ে নির্ম্মল জ্ঞান প্রদান করেন।

গীতা—সমস্ত বেদের সার। রোজ কিছু কিছু করে গীতার শ্লোক মুখস্থ করবে। ভগবান যেন অর্জ্জুনকে উপদেশ করছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তুমি তাঁদের কাছে বসে সেই উপদেশ শুনছ, এইরূপ ভাবনা করে গীতা পাঠ করবে। তাহলে তোমার জ্ঞান এবং ভগবানে ভক্তি হবে। জীবনে শান্তি পাবে।

গায়ত্রী—পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। মন্ত্র মানে কি জান? যা মনন করতে হয়, ধ্যান করতে হয়। গায়ত্রী মন্ত্র বলেন—যিনি ত্রিভুবনকে প্রকাশ করছেন; আমাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, শরীরকে চৈতন্যময় করছেন, সেই জ্যোতি-স্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান কর। গায়ত্রী মন্ত্র ধ্যান করিতে করিতে মানুষ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে।

গরু—আমাদের কত উপকারী। আমাদের মা বড় জোর ৬ মাস বা এক বৎসর দুধ দিয়া আমাদিগকে পালন করেন। কিন্তু গরু আমাদিগকে আমরণ দুধ দিয়া পালন করেন। গরুর গোবর অনিষ্টকারী জীবাণুকে নাশ করে। গরুর দুধ থেকে ঘি, মাখন, ছানা প্রস্তুত হয়, এবং ঐ দ্রব্যগুলি কত পুষ্টিকর। গরু মরে গিয়েও আমাদের কত উপকার সাধন করেন। গো সেবা করিলে পুণ্য হয় এবং গৃহে লক্ষ্মী বাস করেন।

গুরু—গুরু বিনা মানুষ চলতেই পারে না। প্রথমে মা গুরু, তারপর বাপ গুরু, তারপর আচার্য্য গুরু। সেইজন্য বেদ বলেন—যে ব্যক্তি মাতৃমান, পিতৃমান, আচার্য্যমান হন অর্থাৎ প্রথম বয়স হইতেই মাতা কর্ত্তৃক, পিতা কর্ত্তৃক এবং আচার্য্য কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত হন, তিনি এ জগতে কীর্ত্তিলাভ এবং পরজগতে দিব্য গতি প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোবিন্দ—পরমেশ্বরই মানবজীবনের লক্ষ্য। গোবিন্দের পূজা, তাঁর ধ্যান, তাঁর উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিলে মানুষের কোন অভাব থাকে না। সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নাম করবে।

এই ছয়টা 'গ' যে গৃহস্থ সর্ব্বদা মনে রাখে, সে গৃহস্থ আদর্শ গৃহী হইয়া সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়।

মনকা কহ্‌না নেহি কর্‌না।

মন তোমার কি হয়? প্রভু না ভৃত্য বা অন্য কিছু? যদি মন প্রভু হয়, তবে মন হতে তোমার ভয়ের কারণ কি? প্রভু কখন ভৃত্যের অনিষ্ট করেন না বা প্রভুর সুখ দুঃখে ভৃত্য সুখী বা দুঃখী হয় না। মন যদি ভৃত্য হয়, তবেত কোন আশঙ্কাই নাই। প্রকৃতপক্ষে মন তোমার প্রভু বা ভৃত্য কিছুই হতে পারে না। মন পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়; মনস্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ—মন ক্লীব। যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রী ক্লীবের সঙ্গ করে, তবে উভয়েই তা হতে প্রীতিলাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মন্ শব্দ ক্লীব লিঙ্গ সুতরাং মনকে ব্রহ্মে লয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ; একারণ সজাতীয় বস্তুদিগের পরস্পরের সহিত প্রীতিই সম্ভব। মন ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে, আপাতদৃষ্টিতে সুখদুঃখ ভোগ করলেও তাতে জীবের বস্তুতঃ কোনও ক্ষতি হয় না। বহির্দৃষ্টিতে ব্রহ্মনিষ্ঠকে সকল প্রকার ভোগে লিপ্ত বলে মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তার সে সকল ভোগে কোনও কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। যেমন লোকে দেখ্‌ছে তুমি চোখের পলক ফেলছ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তোমার তাতে আদৌ খেয়াল নেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠের প্রারব্ধ-জনিত দেহের ভোগ হলেও তিনি সে বিষয়ে নির্লিপ্ত কিন্তু এ প্রকার জ্ঞাননিষ্ঠা হওয়া বড় কঠিন। তথাপি "দেহে রোগই হউক বা দেহ সুস্থই থাকুক তাতে আমার কি ?" এই প্রকার বিচার সর্ব্বদা মনে রাখবে। মনের কথা শুনিবে না।

পুত্র! উপদেশ কর, উপদেশ কর, বল্‌ছ; উপদেশ ত আমি বৎসরের পর বৎসর করে আসছি; কিন্তু তোমরা শোনো কই ? শোনা মানে কি ? শোনা মানে শ্রদ্ধার সহিত নিশ্চয় করা, ধ্রুব বলে স্বীকার করে নেওয়া। তোমরা ত উপদেশ শুনতে আস না; আস শুধু একটু কৌতুহল নিবৃত্তি করার জন্য। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ; ভক্তি বড়, না জ্ঞান বড়, না কর্ম্মযোগ বড় এই সব বড় বড় কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আর সেই সম্বন্ধে আমার উপদেশ শুনতে চাও। কিন্তু আমার ছোট ছোট উপদেশ ত শোন না। আমি তোমাদিগকে কতবার বলেছি পরনিন্দা কোরো না। এই ছোট উপদেশটি তোমরা পালন কর দেখি। তোমরা কেউ কারো নিন্দা কোরো না। একজনের দোষ অপরের কাছে বোলো না। কারো দোষ দেখার পূর্ব্বে নিজের দিকে একবার তাকাইও। তোদের কর্ত্তৃত্বাভিমান, অহঙ্কার সব আমাকে দে, আমি যে তা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে রয়েছি। তোদের অহঙ্কার অভিমান আমাকে দিয়ে, তোরা পরস্পরকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাস। কর্ত্তৃত্ব করতে, অপরের দোষ দেখতে, আর যাস্‌নে।

এক সময়ে এক ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখতে ইচ্ছা হয়। সে আপন অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য অনেকের নিকট প্রার্থনা করিয়া অবশেষে এক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে তাহার কাতরতা দেখিয়া ঐ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার সহিত এই প্রান্তরে আইস, তোমায় দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখাইয়া দিব।" ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল, পরে ঐ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহাকে আপন সমীপে ডাকিয়া লইয়া প্রীতিসহকারে বলিল, "ভাই নিরাশ হইও না। আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া এক মনে (অর্থাৎ আমার চিত্তবৃত্তির সহিত তোমার চিত্তবৃত্তি এক মুখী করিয়া) মুখ তুলিয়া দেখ।" ঐ ব্যক্তি উদ্‌গ্রীব হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিল।

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিলেন ঃ—"অনতিদূরে একটী বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছ কি ?"

ঐ ব্যক্তি উত্তর করিল—"হাঁ, একটী বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি।"

তাহার পর চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিলেন ঃ— "এইবার একটু ঊর্দ্ধে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখ, একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইবে।"

ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল, এবং বলিল, "হাঁ, একটী পর্ব্বত দেখিতে পাইতেছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিলেন — "বেশ, এইবার পর্ব্বতের আরও ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখ, আকাশে, একটী প্রকাণ্ড মেঘখণ্ড দেখিতে পাইবে।"

উত্তর হইল "হাঁ মেঘখণ্ড দেখিতেছি।"

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন — "তাহার আরও ঊর্দ্ধে যত্ন সহকারে নিরীক্ষণ কর।" ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল, এবং অল্পক্ষণ পরে দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখিয়া পুলকিত হৃদয়ে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির চরণস্পর্শ করিল।—তাহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে।

উল্লিখিত ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির কৃপায় দ্বিতীয়ার চন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিজ্ঞাসু সদ্‌গুরুর কৃপায় বৃক্ষ, পর্ব্বত ও মেঘরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রভৃতি ত্রিপুটী অতিক্রম করিয়া আমাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

দেখ পুত্র, শিক্ষাগুরু অনেকে হতে পারেন। অবধূতের ২৪ গুরু ছিলেন। কিন্তু দীক্ষাগুরু বা আচার্য্য একজনকেই করা উচিত। দীক্ষাগুরু তাঁকে বলে যিনি শিষ্যকে তিনগুণের অতীতে নিয়ে যান। যিনি শিষ্যের দিব্য দৃষ্টি খুলে দেন। যাঁর কৃপায় শিষ্যের সম্যক্ দর্শন হয়। শিক্ষাগুরু পরোক্ষজ্ঞানের সহায়ক, কিন্তু দীক্ষাগুরু অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের একমাত্র অবলম্বন। এই জন্য দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে বলা হয়—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"গুরুদেব বিনা নহি ভাগ জাগে।
গুরুদেব বিনা নহি প্রীতি লাগে॥
গুরুদেব বিনা নহি শুদ্ধ হৃদং।
গুরুদেব বিনা নহি মোক্ষপদং॥

যখন প্রকৃত দীক্ষাগুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্ম কিম্বা ইহজগতের সুকৃতি না থাকিলে সদ্‌গুরু লাভ হয় না। সদ্‌গুরু-উপদিষ্ট পথে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক চলিলে শিষ্য বিমল আনন্দ অনুভব করেন। প্রিয়তমের প্রতি প্রেম কেবল সদ্‌গুরুর কৃপাতেই লাভ করা যায়। সদ্‌গুরুর উপদেশ জীবনে আচরণ করিলে, চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নির্ম্মল বিশুদ্ধ চিত্তে ইষ্টের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায়। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা যত দৃঢ় হইবে সাধনপথে তত নির্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ইয়াদ্ রাখো, পুণ্যকা ফল সুখ—পাপকা ফল দুখ
তোম্ জিস্‌সে—দুখ্ পাও ঐসা কাম মৎ করো।
স্বর্গে স্থিতানামিহ জীবলোকে চত্বারি চিহ্নানি নিবসন্তি দেহে
দানপ্রসঙ্গো মধুরা চ বাণী দেবার্চ্চনঞ্চাতিথিতর্পণঞ্চ॥

যাঁহারা পুণ্য কর্ম্মের ফলে ইহলোকেই স্বর্গভোগ করিতেছেন তাঁহাদের দেহে চারিটী লক্ষণ দেখা যায় যথা—দানপ্রসঙ্গ, মধুরবচন, দেবার্চ্চন ও অতিথিসেবা। ভাবার্থ এই যে ইহলোকেই যাঁহারা স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন তাঁহারা দানের পাত্র কে কোথায় আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহাকে কি দান করিব, এইরূপ আলোচনায়, সকলকে সর্ব্বদা মধুর বাক্যে প্রসন্ন করিয়া, ঈশ্বর আরাধনায় এবং সাধু ও অতিথি সেবায় দিন যাপন করেন। আর যাঁহারা নরকভোগ করিতেছেন তাঁহাদের লক্ষণ নীচপ্রসঙ্গ, কটুবাণী, স্বজন বিরোধ, কুলহীনসেবা প্রভৃতি—অর্থাৎ ইহলোকে যাঁহারা নিয়ত অপরের দোষদর্শন ও কুৎসা ও পরনিন্দা করিয়া সময়াতিপাত করেন, যাঁহাদিগের বাক্য স্বভাবতঃই কটু, মিষ্টভাষায় কথা কহিবার অভ্যাস যাঁহাদের আদৌ নাই, যাঁহারা ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থসাধনে ও অভিমান অহঙ্কার বশতঃ স্বজনের সহিত কলহ করিয়া থাকেন, যাঁহারা সাধু-সজ্জন-দিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নীচ তোষামোদকারী ব্যক্তিদিগের ভরণ-পোষণ করিয়া আপনাকে সুখী মনে করেন, বুঝিতে হইবে তাঁহারা ইহলোকেই নরকভোগ করিতেছে। ভগবানের জেলখানা দেখিয়াছ ? অন্ধ, বধির, বোবা, কুষ্ঠাদি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রভৃতি—ইহারা ভগবানের জেলখানা। দেখ যে তোমা অপেক্ষা সবল বা সামর্থ্যবান্ তুমি তাহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে সাহস কর না, কেননা তোমার ভয় আছে যে তাহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিলে তোমার তাহার হস্তে নিস্তার নাই ; সুতরাং দুর্ব্বলের প্রতি—তোমার অধীনস্থ ব্যক্তির প্রতিই তুমি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাক। এই সকল দুর্ব্বল ব্যক্তি তোমার বাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া কি করিবে ? সে অনন্যোপায় হইয়া মর্ম্মবেদনা ঈশ্বরের নিকট সকাতরে জ্ঞাপন করিবে। ভক্তবৎসল ভগবান তাহার কাতর নিবেদন নিশ্চয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ করিবেন এবং কি জানি তাহার ফলে হয়তো তোমার জোয়ান পুত্রকে কাড়িয়া লইবেন। অতএব সর্ব্বদা সাবধান হইয়া কথা কহিবে এবং যাহাতে নিজের কল্যাণ হয় এমন কর্ম্ম করিবে।

মেথর তোমার মলমূত্রাদি পরিস্কার করিয়া উহা মাথায় করিয়া লইয়া যায় তজ্জন্য আমার দ্রব্য অপহরণ করিল বলিয়া তোমার বিদ্বেষ ভাব হয় কি ? তবে নিন্দুক তোমার পাপমল গ্রহণ করে সেজন্য তোমার তাহার প্রতি দ্বেষবুদ্ধি আসে কেন ?

মুনীনাং ক্রোধশ্চণ্ডালঃ সর্ব্বচণ্ডালো নিন্দুকঃ।

ঋষি-মুনিদিগের পক্ষে ক্রোধ চণ্ডালস্বরূপ, অর্থাৎ চণ্ডালকে স্পর্শ করিলে যেমন স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ সাধুগণ হঠাৎ ক্রোধের বশীভূত হইলে সেই সময় শরীরে চণ্ডাল প্রবেশ করিয়াছিল মনে করিয়া সতৈল স্নান করিয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করেন ; কিন্তু যে নিন্দুক, পরের কুৎসা করা যাহার স্বভাব, সে চণ্ডালের ন্যায় সর্ব্বদা সকলেরই অস্পৃশ্য।

যেমন শাস্ত্র অভ্যাসে অধিকারী হইতে হইলে প্রথমে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ পড়া চাই, সেইরূপ ধর্ম্মলাভের অধিকারী হইতে হইলে প্রথমে চারিটা অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং চারিটি কার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। পরিত্যাজ্য চারিটী যথা—গালি, শপথ, পরনিন্দা ও পরদারগমন, এবং চারিটী কর্ত্তব্য যথা—নিষ্কপট, ছলনাশূন্য ও নিরভিমান হইয়া প্রেমাশ্রু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিগলিত নয়নে শ্রীহরির আরাধনা, ধর্ম্মার্থ দান, সাধুসঙ্গ, ভগবদ্-গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের এক একটী শ্লোক প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করা।

এক ঘড়ি আধি ঘড়ি আধিসে পুনি আধ।
তুলসী সঙ্গ সন্তকো কাটে কোটী কোটী অপরাধ॥

তুলসীদাস বলিতেছেন—এক ঘণ্টা, আধ ঘণ্টা, অথবা ন্যূন-পক্ষে আধ ঘণ্টার অর্দ্ধেক সময়ও যে সাধুসঙ্গ করে ভগবান তাহার কোটী কোটী অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

দেখ্ বেটা, হরিদ্বারে যাও কিম্বা বদরীকেদারেই যাও, আপনার মন প্রাণ দেহ নিয়েই ত যাবে। ভগবৎ কৃপায় যতদিন না তোমার মন, প্রাণ, দেহ, বিশুদ্ধ হয় ততদিন যেখানেই যাও সেখানেই সংসারের যত কিছু আবর্জ্জনা সব মাথায় করে নিয়ে যাবে। সংসারে থেকে ভগবৎ সেবাবুদ্ধিতে সব কাজ করতে করতে, তাঁর চরণে শরণ নিয়ে সর্ব্বদা মন তাঁর দিকে রেখে উপাসনা করতে করতে তোমার মন নির্ম্মল হবে, প্রাণের মলিন বাসনা কমে যাবে, দেহ পবিত্র হবে। তখন সেই মন, প্রাণ নিয়ে যেখানে থাক না কেন সেই স্থানেই তোমার হরিদ্বার। ভগবানে নির্ভরতা, শরণাগতি বড় কঠিন। সর্ব্বদা সজাগ হয়ে থাকতে হয়। এক এক সময় মনের ভাব বেশ থাকবে, তারপর দেখবি কখন তোর অজ্ঞাতসারে ভগবানের সিংহাসনে অহঙ্কার, অভিমান এসে বসে দিব্যি রাজত্ব করছে। তখন বিচার করবি,—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবি, তাহলে ক্রমে ক্রমে অহঙ্কার অভিমান পালিয়া যাবে, আর তোকে জ্বালাতন করবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেলসুঁ ভিজাই করি, চীথরা লপেটি রাখৈ,
কুকরকো পুঁছ শুধো, হোত নাহিঁ তবহু ॥

হাজার তেলে ভিজান কাপড়ে জড়াইয়া রাখ, কুকুরের লেজ কিছুতেই সোজা হয় না। সেইরূপ অজ্ঞানী কিছুতেই অভিমান্ পরিত্যাগ করে না ; প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিতেছে তখন পর্য্যন্ত তাহার চেতনা হয় না। বন্যহস্তী যেমন অভিমান ত্যাগ করিয়া মাহুতের শরণাগত হইলে এবং তাহার বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে রাজা প্রীত হইয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করেন, এবং নগর মধ্যে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে নগর দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ দেন, সেইরূপ অজ্ঞানী জীব অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইলে তিনি জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং শিষ্যকে সংসারারণ্য হইতে বাহির করিয়া ভগবৎ-প্রেমরূপ রাজার সাহায্যে ব্রহ্মানন্দ নগরে লইয়া যান। যেমন কুসীদজীবী ধনী ব্যক্তির গৃহে বহু অর্থ সঞ্চিত থাকিলেও সে সুখী হয় না—উপযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট সুদে খাটায়, সেইরূপ সদ্‌গুরুও উপযুক্ত পাত্রের নিকট তাঁহার বহু শ্রমলব্ধ অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রদান করিবার জন্য সমুৎসুক থাকেন, কিন্তু উহা লাভ করিবার অধিকারী হওয়া চাই। যেমন একমণ দুগ্ধে এক ছটাক দধি মিশ্রিত করিয়া যদি দুগ্ধকে বলা যায় যে 'তুমি দধি হইও না দুগ্ধ হইয়াই থাক,' দুগ্ধ বহু চেষ্টায়ও স্বরূপে আর থাকিতে পারে না—দধিই হইয়া যায়, সেইরূপ সদ্‌গুরুর কৃপা শিষ্যের উপর একবার বর্ষিত হইলে শিষ্য নিঃসংশয়েই শুদ্ধ ও মুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যায়। সদ্‌গুরু যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত করেন তদ্দ্বারা শিষ্যের বহু-জন্ম-সঞ্চিত অজ্ঞান দগ্ধ হইয়া যায়। গুরু বা ভগবান সর্ব্বদাই পক্ষপাতশূন্য—সকলকেই সমভাবে কৃপা বিতরণ করেন, কিন্তু অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে তাঁহার কৃপা সম্যক উপলব্ধি হয় না। নিষ্কপট ও নিরভিমান হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুর আজ্ঞা পালন করিলে শিষ্যের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

"মনকা কহ্‌না নেহি কর্‌না"।

মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে নাই। যে ব্যক্তি বিবেক ও বিশ্বাসের সহিত গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া ক্রমশঃ মনের সঙ্কল্প-বিকল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনি নিঃসংশয়েই ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন।

সভ্‌মে রামজীকো আউর রামজীমে সব্‌কো দেখ্‌নেকে অভ্যাস করো। রামজীভী সত্য হৈঁ, উন্‌কে নাম ভী সত্য হৈ। তমান্‌ বিশ্ব উন্‌কে নাম হৈ। জৈছে তুম্‌ছে অলগ্‌ হোকর তুহ্‌মারা নাম নেহী রহ্‌তা, ঐসা হি রামজীসে অলগ্‌ হোকর উন্‌কে নাম নেহী রহ্‌তা। তুম্‌ জৈসা তুহ্‌মারা নামকো সত্ত্বা দেতে হো, প্রকাশ কর্‌তে হো ঐসাহি রামজীভী তমাম্‌ বিশ্বকো সত্তা দেতে হৈঁ আউর প্রকাশ কর্‌রহে হৈঁ। ফলোঁমে, ফলোঁমে, আকাশমে, তারিযাঁমে, জল্‌মে, স্থলমে, পাপীমে, পুণ্যাত্মামে, সব্‌মে, উহ রামজীহি বিরাজ্‌ কর্‌ রহে হৈঁ। তুহ্‌মারা অন্দর, বাহর ভরপূর্‌ কর্‌কে উহ আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ একমাত্র রামজী হি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ পা রহে হৈঁ। বেটা! তন্ মন্ ধন্‌সে, রামজীকা হি শরণ লো। জব্ তমাম্ বিশ্ব রামজীকে নাম, উন্‌হিকে রূপ হৈ, তব্ বেটা তেরা স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বহিন্; "তু" আউর "তেরা" কহ্‌কে জিত্‌না কুছ্ হৈ, সব্ হি রামজী হি হৈঁ। তেরা স্ত্রীমে, পুত্রমে, মাতামে, পিতামে সভ্‌মে রামবিষয়িণী বুদ্ধি কর্‌নেকে লিয়ে যতন্ করো।

রাম অন্দর্, রাম বাহর্ সব্‌মে ভরপুর্ রাম।
রামমে বৈঠ্‌কে, রামকে লিয়ে সদা করো ভাই কাম॥

হাতীর দাঁত যেমন বাহিরে দেখিবার শোভামাত্র তাহা দ্বারা চর্ব্বণাদি কিছুই হয় না, সেইরূপ সাধুদিগের বাহ্যিক ক্রিয়া তাহাদিগের আন্তরিক বৃত্তির পরিচায়ক নহে, ফলতঃ তাঁহারা ঐ সকল কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখে বা দুঃখেও অভিভূত হন না। বিষয়ে সত্তা না দিলে (অর্থাৎ এই দেহ আমি, ইহারা আমার, এই কার্য্য আমার হেয়, এই কার্য্য আমার উপাদেয়, এইরূপ মনে করিয়া তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধস্থাপন না করিলে) মোহে বদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। এক ব্যক্তি কুঠার ফলকের মালা গলায় পরিয়া বন মধ্যে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বনের বৃক্ষ সকল অত্যন্ত ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল—"দেখ ভাই, এই ব্যক্তির এতগুলি কুঠার আছে অতএব নিশ্চয়ই এ একদিনেই আমাদিগের সকলকেই ভূমিসাৎ করিবে"। তারপর তাহাদের মধ্যে একটী প্রাচীন বৃক্ষ বলিল, ভাই-সকল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় নাই ! ভয় নাই ! দেখ, আমরা যদি উহার সহিত যুক্ত না হই তাহা হইলে আমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। দণ্ড (বাঁট) ব্যতীত কুঠার দ্বারা কোনও কাজ হয় না, এবং বৃক্ষের অঙ্গস্বরূপ কাঠ হইতেই দণ্ড নির্ম্মিত হয়, অতএব আমরা কেহ যদি কুঠারের দণ্ড না হই ঐ ব্যক্তি আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। সর্ব্বদা আত্মানাত্ম সদসদ্ বিচার করিবে। পুনঃ পুনঃ বিচার ও মৃত্যুচিন্তা করিলে হৃদয়ে বৈরাগ্য সূর্য্যের উদয় হইবে এবং মোহ অন্ধকার বিনষ্ট হইবে।

বৈঠে তো বিচার করি, উঠে তো বিচার করি।
চলৈ তো বিচার করি, সেই মত সার হৈঁ॥

পরস্পর গল্প করিতে হয়ত, ইহ সংসারে জীবকে জন্ম, মৃত্যু জরা, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে কত দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই সংসার কিরূপ অনিত্য ও দোষবহুল এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবে— এই বিষয়ে আলোচনা করিবে। বৃথা গল্প ও চিন্তা করিয়া কি ফলোদয় হইবে ?

হে পুত্র, কাহারও নিন্দা করিও না। নিন্দা করিলে, নিন্দাকারীর ক্ষতি বই লাভ নাই। যাহার নিন্দা করিবে তাহার অপগুণ সমূহ তোমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে। অপরের দোষ অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার সদ্‌গুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও এবং যাহাতে সেই সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে পার তাহার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিও। সদ্‌গুণের আদর সর্ব্বত্র জানিবে। তোমরা সদ্‌গুরু লাভ করেছ, গুরুর আদেশ পালন করিলেই মুক্ত হবে।

শিষ্য শ্রীগুরুদেবের অর্চ্চনা করিবার কালে কর জোড়ে মন্ত্রপাঠ করিতেছে—

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো ভব॥

শ্রীগুরুদেব বলিলেন—পুত্র! একি মন্ত্রপাঠ করিতেছ! এইরূপ নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন পাপী পাপকর্ম্মা এমন কি পাপ হইতে উৎপন্ন মনে করিয়া পিতাকে পর্য্যন্ত পাপী বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিতেছ? ইহাতে কি ভগবান তৃপ্ত হইবেন মনে করিতেছ? তাহার চেয়ে ভক্তিভরে প্রার্থনা কর—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব॥

হরিকে ভুলিও না। রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া প্রেমের সহিত অশ্রুসিক্ত ও ঢুলু ঢুলু নয়নে প্রার্থনা কর— "হে ভগবান্। আমায় সমস্তই দিয়াছ, কেবল ভক্তি দাও নাই। অজ্ঞান অন্ধকারে কখন কোন্ ভীষণ গর্ত্তে পতিত হইব তাহার স্থিরতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। জীবনত ফুরাইতেছে! কবে আমার মন তোমার পাদপদ্মে অনুরক্ত হইবে? আমাকে তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দাও"।

প্রভু দীন দয়াল প্রভু দীন দয়াল,
ছোড়ে কোন শরণ প্রভু দীন দয়াল॥

ভগবান্ ভক্তবৎসল, দীনজনের প্রতি তাঁহার অশেষ কৃপা। এমন মূর্খ কে আছে, যে সেই ভক্তবৎসলের শরণ ছাড়িবে? এক নারায়ণ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু সর্ব্বভূতে আছেন এইটী জানিয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া উপাসনা করিবে অর্থাৎ "অবিভক্তং চ ভূতেষু"—সর্ব্বভূতে যিনি "একং অব্যয়ং" তাঁরই উপাসনা সাত্বিক ভাবে করিতে চেষ্টা কর। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ক্রমশঃ এক একত্বের উপলব্ধি হইবে। উহারই বীজ বপন করিয়াছি। প্রথমে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মযোগে চিত্তশুদ্ধি কর, ভক্তিপথে চল, ভগবৎকৃপায় পরমার্থ লাভ হইবে। কোন চিন্তা নাই। পূর্ব্ব জন্মের সাধন ও সংস্কার অনুসারে কাহারও বিষ্ণু কাহারও শিব ইত্যাদিতে রুচি জন্মিতে পারে; ইহাতে কিছু আসে যায় না—কিন্তু মনে রাখিবে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দেরই উপাসনা— সর্ব্বদেব নমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি।

ব্যবহারতঃ সকলই আছে—এই ভাবে কর্ম্ম কর; কিন্তু অন্তরে স্থির জানিবে উহাদের কিছুরই সহিত তোমার সম্পর্ক নাই। ইহাকেই রাজযোগ বলে। হে পুত্র! সংসারের কোন বস্তুতেই আনন্দ নাই। তোমার অন্তরস্থ পুরুষের আনন্দ লইয়াই বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল আনন্দময় বলিয়া বোধ হইতেছে। আনন্দ কে দেয় কোথা হইতে আইসে—অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই আনন্দের প্রকৃত উৎস কোথায় ইহা বুঝিতে পারিবে।

মনকে সর্ব্বদা ভগবন্মুখী করিতে অভ্যাস কর। যদি আমি যাহা বলি তাহা না কর এবং আমার উপদেশ মত জীবন যাপন না কর, তাহলে কি প্রকারে মনকে শান্ত করিতে পারিবে? যতই ভগবানের নাম করিবে, যতই তাঁহার চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিতে থাকিবে, ততই দেখিবে মন আপনা আপনি শান্ত হইয়া যাইতেছে। তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তোমাকে কোন পৃথক চেষ্টা করিতে হইবে না। মানুষ যা করে, কিম্বা মানুষ যাহা বলিয়া থাকে, তাহা দ্বারা মানুষকে চেনা যায় না; মানুষ যা হয় তা থেকেই মানুষকে চেনা যায়। জপ, ধ্যান করে কিংবা অপরকে সতুপদেশ প্রদান করেও মানুষ অসাধু জীবন যাপন করে। তাহার জপ ধ্যান, তাহার ভাল ভাল বক্তৃতা থেকে তাকে জানা যায় না। কিন্তু মানুষ যদি সাধু হয় তখনই লোকে তার কাছে এসে তৃপ্তি পায়, তা সে জপ ধ্যান করুক আর নাই করুক, বক্তৃতা করুক আর নাই করুক। তাই বলি বেটা, সাধু হও, ভগবদ্ভক্ত হও। করা ও বলার চেয়ে হওয়াটাই জানবে অনেক বড়। গুরুর আদেশ অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করাই গুরুর পূজা জানিবে। প্রকৃত শিষ্য, প্রকৃত ভক্ত হও তাহলে শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র, বড় বড় কথা ছাড়িয়া দাও, কুতর্ক না করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত একাগ্রচিত্তে নিজের ইষ্ট দেবতার জপ ও ধ্যান কর ; তাহা হইলে শান্তি পাবে। আফিসে কাজ করিবার সময়, স্ত্রী এবং বন্ধু-বান্ধবের সহিত কথা বলিবার সময় তোমার মন ত একাগ্র হয়। সুতরাং এ কথা বলিতে পার না যে তোমার মন একাগ্র হয় না। একাগ্র হয় না শুধু জপ, ধ্যান করার সময়। যার অভ্যাস করা যায় সেই কাজেই মন একাগ্র হয়, কিছুদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে জপ, ধ্যান কর তাহলে মন একাগ্র হবে। জপ ও ধ্যানের সময় মনে যদি অন্য চিন্তা ওঠে তাহলে তখনি বিচার করিবে—এসব ত আমি অনেকবার করেছি, অনেকবার ভেবেছি, এখন মন তুমি আর এসব চিন্তা কর না। ইহাতে কোন ফল নাই।” তারপর পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে—“ঠাকুর আমি ত তোমারই, তুমি আমাকে রক্ষা কর ; আমার পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্ম সব তুমি গ্রহণ কর, আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করে নাও। আমার মনে যেন তুমি ছাড়া আর কোনও চিন্তা উদিত না হয়। তোমাতে যেন আমার ঐকান্তিকী ভক্তি হয়, তোমার প্রেম যেন আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, তোমায় সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত তোমাতে এই জ্ঞান, এই অনুভূতি যেন আমার হয়, তোমায় যেন আমি সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারি।” এইরূপ প্রার্থনার পর জপে বসিবে তাহলে মন একাগ্র হবে। কোন ভয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র, জ্ঞানযোগ বড়, কিংবা ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ, কিংবা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্ট এই সব লইয়া মিথ্যা বিতর্ক করিবে না। মানুষের হৃদয়ে ভক্তির স্থান ; বুদ্ধিতে বিজ্ঞান বাস করে ; প্রাণ কর্ম্মস্পৃহ। একটীর কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া আর দুইটীর কাজ হয় না। তিনটীর কাজ যুগপৎ অভ্যাস করিতে হইবে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পরস্পর সংযোগ রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে হয়। ভক্তি না থাকিলে কর্ম্মও হয় না জ্ঞানেরও পরিপুষ্টি হয় না। হৃদয়ে যদি ভক্তি না থাকে তাহলে সে মানুষকে লোক মানুষ বলেনা। ভক্তি যদি জ্ঞান দ্বারা সুপরিচালিত না হয়, কর্ম্ম দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়, তাহলে সে ভক্তি থাকাও যা না থাকাও তা। সে ভক্তি শুধু একটা ভাবপ্রবণতা, একটা উচ্ছ্বাস মাত্র ; সে মানুষকে লোকে ভক্ত বলে না। আবার জ্ঞান যদি ভক্তির বিমল রসে সিক্ত না হয়, কর্ম্মের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া শক্তিশালী না হয় তাহলে সে জ্ঞান জ্ঞানই নয় ; উহা বুদ্ধির একটা কল্পনা মাত্র। ভক্তি যদি কর্ম্মকে নিষ্ঠা না দেয়, জ্ঞান যদি কর্ম্মকে সুপথে পরিচালিত না করে, তাহলে সে কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হয় না ; তাহা পশুর কর্ম্ম। তাই বলি পুত্র, ভক্তিপূত হৃদয়ে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও। পরমেশ্বরের নাম জপ, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার সেবা-বুদ্ধিতে সব কর্ম্ম কর। কর্ত্তা না সাজিয়া, ভোক্তা না হইয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে পরমেশ্বরের চরণে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বে অভিমান উৎসর্গ করিয়া গুরু-উপদিষ্টমার্গে অগ্রসর হও, তাহা হইলে শান্তি ও আনন্দ পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জগৎ একটি মনুষ্যবন। বনে যেমন বৃক্ষলতাদি থাকে এবং উহারা উহাদের শাখাপত্রাদি সঞ্চালিত করে, মনুষ্যেরাও সেইরূপ আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে নানাবিধ কর্ম্ম করে। বৃক্ষাদি যেমন কাহারও চিত্ত আকর্ষণ করে না, সেইরূপ লোকারণ্যে এক একটী মানুষকে এক একটী বৃক্ষের ন্যায় জ্ঞান করিলে (অর্থাৎ তাহাদিগের প্রতি রাগ দ্বেষ না করিলে) তাহারাও আর চিত্ত আকর্ষণ করিবে না। নির্জ্জনতা বাহিরে নয় নির্জ্জনতা ভিতরে। তোমরা বল তোমাদের মন চঞ্চল, কিন্তু তোমাদের মন চঞ্চল কৈ ? যে মন এক বস্তু ত্যাগ করে অন্য বস্তু ধরে তাকেই ত চঞ্চল বলে, কিন্তু তোমাদের মন ত বিষয়ে আবদ্ধ রয়েছে। তোমাদের মনের যদি প্রকৃত চঞ্চলতা হত তাহলে মন বিষয় ত্যাগ করে পরব্রহ্মের দিকে ধাবিত হত। মন চঞ্চল হয়েছিল শ্রীরামচন্দ্রের। মন চঞ্চল হয়েছিল অর্জ্জুনের। তাই বশিষ্ঠদেব ও শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ তাঁদের চঞ্চলতা নিবৃত্তির জন্য সাহায্য করেছিলেন। মন যেখানে যায় যাউক, কিন্তু মন যেখানে যাবে সেইখানেই তোমার ইষ্ট আছেন জেনে তাঁকেই দর্শন করিবে।

সরলভাবে ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা করলে, তবে মুক্তি পাওয়া যায়। আমরা ত তা করি না। আমরা ভগবানকে যেন আমাদের দাস ভেবে নিয়ে 'অন্ন দাও', 'রোগ মুক্ত কর' এই রকম বারমাস ধরে বিরক্ত করি ; তিনি যেন আমাদের কাছে কতই ঋণী। প্রকৃত কথা কি জান, মনে ভক্তি চাই। বাইরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজা পাঠ হচ্ছে কিন্তু অন্তরে ভক্তি নেই—দিন রাত নিজের শরীর পোষণেরই চিন্তা, এরকম কর্ম্মে বিশেষ ফল হয় না। বাহিরে কর্ম্ম কাণ্ডে নিযুক্ত না থাক্‌লেও যদি অন্তরে ভক্তি থাকে তা'হলে ধীরে ধীরে মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। তবে প্রকৃত প্রেমের রাজ্যে সকলই সম্ভব। প্রীতি কি রীতি কুছ নাহি রাখত। প্রকৃত প্রেম যদি হয়, তবে গীতায় যে আছে "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই বাক্যটি ঠিক উপলব্ধি করা যায়। বস্তুতঃই ভগবান্ ভক্তের কাছে অন্নবস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে পিছুপিছু দৌড়ান। হৃদয় যত কোমল হবে—আপনাকে যত ছোট বলে মনে করবে ততই ভক্তি ও শান্তির অধিকারী হবে। যে যত ছোট হতে পারে, সে তত উচ্চ আসন পায়। দেখ, ধূলা সব চেয়ে ছোট, কিন্তু সে বাদশাহের মুকুটের উপর যেয়েও বসে। নিজের মনে যদি কোনও প্রকার হিংসা দ্বেষ না থাকে, তবে জগতে কেহই তোমার প্রতি হিংসা দ্বেষ করবে না।

পুত্র, তোরা পা দিয়ে হেঁটে যাস্, কিন্তু আমি কখনও পায়ে হেঁটে চলি না। আমি তোদের মত দরিদ্র নই। আমি সর্ব্বদাই রথে চড়ে চলি। তোরাও বাপের বেটা হবি। স্থূলশরীরের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, অহঙ্কারের সঙ্গে নিজকে মিলিয়ে ফেলবি না। চলতে চলতে ভাববি—শরীর তোর রথ, তুই এই শরীররূপ রথে চড়ে চলেছিস। ইন্দ্রিয়গণ হচ্ছে তোর শরীররূপ রথের ঘোড়া, মন লাগাম আর বুদ্ধি হচ্ছে সারথি। এরা সবাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোর চাকর, তুই এদের প্রভু। চাকরকে বেশী প্রশ্রয় দিলে সে মাথায় উঠে বসে, তখন সে হয় তোর প্রভু আর তুই হোস্ তার চাকর। কখনো নিজকে ছোট ভাববিনে। যার স্বরূপ হচ্ছে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর সে কি কখনো মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের চাকর হতে পারে ?

পুত্র, যখনই তোমার অন্তরে রিপুর উত্তেজনা হবে, তখনই নামের উত্তেজনাও করবে। যেই দেখবে মনে কামের ভাব, ক্রোধের ভাব, লোভ বা ঈর্ষার ভাব খুব জোড় করে মাথা খাড়া করে উঠেছে, তখনি উচ্চৈঃস্বরে কিংবা মনে মনে "গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ," কিংবা "রাম, রাম, রাম, রাম," অথবা "শিব, শিব, শিব, শিব," কিংবা "গুরু, গুরু, গুরু, গুরু," বলে ভগবানের নাম করতে থাকবে। পাগলা হাতীর মাথায় অঙ্কুশের ঘা দিলে সেই হাতী যেমন মাহুতের বশীভূত হয়, সেইরূপ, পুত্র, কামক্রোধাদির তাড়নে যখন মনরূপ হাতী পাগল হয়ে ওঠে, তখন সেই পাগল মনের মাথায় ভগবানের নামরূপ অঙ্কুশের ঘা খুব জোরে জোরে মারবে, তাহলে দেখবে মন তোমার বশে এসেছে। ভগবানের নামের এমনিই মাহাত্ম্য ! খুব নাম করে যাবি, কোন ভয় নেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ

আশ্রম-পরিচয়

বিদেহমুক্ত শ্রীশ্রী১০৮ শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য মণ্ডলেশ্বর স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বঙ্গদেশে বিশেষ পরিচিত ও সর্ব্বজন-পূজিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হইবার পর তদীয় সতীর্থদিগের বিশেষ অনুরোধে হরিদ্বার পূণ্যতোয় ভাগীরথী তীরে লালতারাবাগে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই মনোরম শান্তিপ্রদ আশ্রম অধুনা শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম নামে পরিচিত। উক্ত আশ্রম ব্যতীতও তিনি বঙ্গদেশে বরিশাল, ঢাকা, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম), তুঙ্গেশ্বর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে সংসারসন্তপ্ত মানবের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরোপাসনার কেন্দ্ররূপে আশ্রমসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তৎ তৎ স্থানীয় কতিপয় শিষ্যগণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের উপর আশ্রমগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতকালে হরিদ্বার লালতারাবাগের আশ্রম-জমী স্থানীয় মঙ্গলমঠের মোহান্ত স্বামী শিবদয়াল গিরি মহারাজের অধিকারে ছিল। শিষ্য স্থানীয় স্বামী শিবদয়াল গিরি মহারাজের বিশেষ অনুরোধে শ্রীশ্রী১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ তপোবন তুল্য লালতারাবাগ আশ্রমে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীগুরুদেবের তিরোধানের পর তাঁহারই কৃপায় তদীয় সন্ন্যাসী ও গৃহীশিষ্যগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আশ্রমজমী মোহান্ত শিবদয়াল গিরিজীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া উহার চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর নির্মাণপূর্ব্বক আশ্রমে চারিটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। উক্ত চারিটী মন্দিরের একটীতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের স্থাপিত গৌরীশঙ্কর শিবলিঙ্গ সহ গণেশ, বিষ্ণু, সূর্য্য ও শক্তির মর্মরময়ী মূর্ত্তি-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য মন্দিরে জগদ্‌গুরু আদি শঙ্করাচার্য্য, মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ এবং শ্রীশ্রীমহাবীরের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিসমূহ যথাবিধি স্থাপিত করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সাধন গুহা এবং গুহার যে স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানটীর উপর শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটী দোলমঞ্চ নির্মাণপূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থায়ীরূপে গুহাটীর পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা হইয়াছে। উক্ত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আশ্রমে মন্দিরসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির প্রতিদিন যথাবিধি পূজা ও ভোগাদি হইয়া থাকে। প্রত্যহ প্রত্যূষে মঙ্গল আরতি, বিগ্রহাদির পূজা, ধ্যান, জপ শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়মিত ভাবে হইয়া থাকে। আশ্রমস্থ দেব বিগ্রহসমূহের ভোগের পর মধ্যাহ্নে সমবেত সাধু মহাত্মাগণ ভোজন করেন। অপরাহ্নে শাস্ত্রাদির আলোচনা এবং আশ্রমের অন্যান্য দৈনন্দিন কার্য্যের পর সন্ধ্যায় জপ, ধ্যান, মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি সমূহের সম্মুখে আরতি, স্তোত্রপাঠ যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। আরতি ও স্তোত্র পাঠের অনন্তর সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারিগণ রাত্রিকালীন আহার সমাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিয়মিত সময় আত্মোপলব্ধির নিমিত্ত মনন ও নিদিধ্যাসনে রত থাকেন।

তীর্থযাত্রীদিগের বিশেষতঃ বাঙালীযাত্রীগণের হরিদ্বারে অবস্থানকালীন সুবিধার জন্য শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ গঙ্গাতীরে দুইটী ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তথায় যাত্রীগণ আসিয়া ৭ দিন অবস্থান করিতে পারেন। ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিবার নিমিত্ত যাত্রীগণকে কোন প্রকার অর্থব্যয় করিতে হয় না। ধর্ম্মশালার সংলগ্ন গৃহে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত "গঙ্গাধর পাঠশালা" অধুনা শ্রীশ্রীভোলানন্দ সাঙ্গ-বেদ বিদ্যালয় নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যার্থিগণ বিনা বেতনে বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের আচার্য্য আশ্রম হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকেন। আচার্য্য এবং বিদ্যার্থিগণ মধ্যাহ্নে আশ্রমেই ভোজন করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের অন্যতম প্রিয়শিষ্য কলিকাতা নিবাসী ৺অচলনাথ মিত্র মহাশয় হরিদ্বার আশ্রমের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে ইষ্টক নির্মিত একখানি ত্রিতলবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তদীয় শ্রীগুরুদেবের চরণে উহা শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্যরূপে দান করিয়াছেন। উক্ত গৃহটী "গুরুধাম" নামে পরিচিত। দাতার ইচ্ছানুযায়ী এই গুরুধামে সন্ন্যাসিগণই বাস করিয়া আসিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরুধামের একটি কক্ষে "ভোলানন্দ গ্রন্থাগার" নামে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত আছে। উক্ত লাইব্রেরীতে বহু শাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থ এবং অন্যান্য বহুবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ এবং হরিদ্বারের জন সাধারণ এই গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের সময় হইতে আশ্রমে একটী গোশালা স্থাপিত আছে। শ্রীশ্রীগুরুদেব যেরূপ স্বহস্তে গো সেবা করিতেন, বর্ত্তমান আশ্রমাধ্যক্ষও সেইরূপ প্রীতির সহিত গো সেবা করিয়া থাকেন। আশ্রমে এইরূপে প্রতিদিন যথারীতি দেবসেবা, সাধুসেবা, গো সেবা, শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য হইয়া থাকে।

মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে স্বীয় আশ্রমে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তৎকৃত উইল অনুসারে উইলের এক্‌জিকিউটরগণ তাঁহার ত্যক্ত স্থাবর সম্পত্তি যথা আশ্রম, ধর্ম্মশালা, গুরুধাম, ধর্ম্মশালায় স্থাপিত শ্রীশ্রী"ব্রহ্মেশ্বর" শিবের নামে দেবোত্তরে পরিণত করিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের শেষ ইচ্ছানুসারে তদীয় প্রিয়তম শিষ্য বর্ত্তমান আশ্রমাধ্যক্ষ মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজকে উক্ত "ব্রহ্মেশ্বর শিবের" সেবাইত নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার কার্য্যের সুবিধার জন্য দ্বাদশজন সন্ন্যাসী লইয়া "সন্ন্যাসী সংঘ" নামে একটী পরিষদ্ গঠন পূর্ব্বক উক্ত সন্ন্যাসীসংঘের উপর ভবিষ্যৎ সেবাইত নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক্‌জিকিউটরগণ একটি ট্রাষ্টদলিল সম্পাদন করিয়া তেরজন গৃহীশিষ্য এবং একজন সন্ন্যাসী শিষ্য (ব্রহ্মেশ্বর শিবের সেবাইত) লইয়া একটি ট্রাষ্টবোর্ড গঠন করিয়াছেন। ট্রাষ্টিগণ ট্রাষ্ট সম্পত্তির আয়ের শতকরা ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা হারে হরিদ্বার আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আশ্রমাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন। উক্তহারে ট্রাষ্টফাণ্ড হইতে পড়পড়তা মাসিক প্রায় ২০০৲ দুইশত টাকা হরিদ্বার আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের সাহায্যরূপে আশ্রমাধ্যক্ষ পাইয়া থাকেন। আশ্রমের বর্ত্তমান মাসিক ব্যয় গড়পড়তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায় ১০০০৲ এক হাজার টাকা। আশ্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য ট্রাষ্টফাণ্ড হইতে প্রাপ্ত অর্থ আশ্রম পরিচালনায় পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় অবশিষ্ট অর্থ শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের শিষ্য, প্রশিষ্য এবং ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণের সদিচ্ছা-প্রণোদিত দানের উপরই নির্ভর করিয়া আসিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের দেহত্যাগের পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী তদীয় শিষ্যা শ্রীমতী প্রভাবতী পালিত মহাশয়ার পতি ৺নগেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় মদীয় গুরুদেবের নিকট পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কলিকাতা, ভবানীপুর ১নং মহেশ চৌধুরী লেনস্থ তাঁহার দ্বিতল গৃহখানি মদীয় গুরুদেবের পবিত্র নাম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সাতজন ট্রাষ্টি মনোনীত করিয়া একটি প্রতিনিধি মূলক ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের উদ্দেশ্যে উক্ত বাটীখানি দান করিয়াছেন। উক্ত বাটী বর্ত্তমানে ভোলানন্দ পরিষদ বাটী নামে পরিচিত। এই পরিষদ্ বাটীতে স্থানীয় ভোলানন্দ প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহযোগে শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের একখানি প্রতিকৃতি তৈলচিত্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং তথায় প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে পূজা, ভোগ, সাধুসেবা ও শাস্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরু মহারাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত স্বামী ভোলানন্দ সেবামণ্ডল শিষ্যভক্তগণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভোলানন্দ পরিষদ্ বাটীতে অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যগুলির পরিচালনা করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের অনুমোদনে কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সুযোগ সুবিধা হইলে আরও সদ্‌গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার সম্ভবনা আছে। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শিষ্য, প্রশিষ্য ও ভক্তগণের সহায়তা প্রাপ্ত হইলে হরিদ্বার শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের ও ধর্ম্মশালার অসম্পূর্ণ সৎকার্য্য সমূহ যথাবিধি সম্পন্ন করিবার পরিকল্পনাও আছে।

স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি
সম্পাদক
ভোলানন্দ সন্ন্যাসী সংঘ, লালতারাবাগ, হরিদ্বার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসিসংঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও অন্যান্য পুস্তকাবলী।

উপাসনা	মণ্ডলেশ্বর মহাদেবানন্দ গিরি কৃত, মূল্য	১৲
বৈদিক যুগে	,, ,,	১৲
অধ্যাত্ম বিদ্যা	,, ,,	॥০
নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্মবিধি	,, ,,	৵০
বেদান্ত সোপান বা প্রশ্নোত্তরী	,, ,,	১৲
শুক্লযজুর্বেদীয় রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী	,, ,,	।০
উপনিষৎ রহস্য	,, ,,	৵০
সদাচার ও স্তোত্রমালা		
Vedic Culture (in the Press)		
মহাপুরুষ বাণী		॥০
স্বামী শিষ্য প্রসঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড	স্বামী ধ্রুবানন্দ গিরি	১।৵০
ভোলানন্দ প্রসঙ্গ	,,	৸০
শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিতামৃত—কাপড় বাঁধাই	,,	৩৲
ঐ কাগজ বাঁধাই	,,	২॥০
ঐ ইংরাজী	,,	১॥০
শ্রীশ্রীগুরু মহারাজের বাণী		॥০
আত্ম বিচার	স্বামী সনকানন্দ গিরি কৃত	॥০
কুম্ভমেলা		‌/০

শ্রীশ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের ও শ্রীশ্রীমণ্ডলেশ্বর মহারাজের ছবি

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi